لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ۝ (سورہ حم سجدہ رکوع ۵)

مقرب ہیں مراد فرشتے ہیں) وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ذرا بھی نہیں اکتاتے ۔

(৫৮) যাহারা আপনার রবের নিকটবর্তী (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা) তাহারা দিবা–রাত্রি তসবীহ পড়িতে থাকে ; একটুও ক্লান্ত হয় না। (সূরা হা–মীম সেজদা, রুকূ ঃ ৫)

(٥٩) وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ (سورہ شوریٰ رکوع ۱)

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں رہتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں ۔

(৫৯) এবং ফেরেশতাগণ আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকে আর জমীনে যাহারা আছে তাহাদের জন্য গোনাহমাফীর দোয়া করিতে থাকে। (সূরা শূরা, রুকূ ঃ ১)

(٦٠) وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (س زخرف ع ۱)

(اور تم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو) اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔

(৬০) (আর তোমরা সওয়ারীর উপর বসিবার পর আপন রবকে স্মরণ কর) আর বল, পবিত্র ঐ যাত, যিনি এই সওয়ারীগুলিকে আমাদের বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, অথচ আমরা তো এমন ছিলাম না যে, এইগুলিকে বাধ্য করিতে পারি। নিঃসন্দেহে আমাদিগকে আপন রবের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (সূরা যুখরুফ, রুকূ ঃ ১)

(٦١) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (س زخرف ع ۷)

آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو مالک ہے عرش کا بھی پاک ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں ۔

(৬১) সমস্ত আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার যিনি আরশেরও মালিক, তিনি তাহাদের বর্ণিত সব জিনিস হইতে পবিত্র।(যুখরুফ, রুকূ ঃ ৭)

(٦٢) وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ (س فتح ع ۱)

اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت ۔

(৬২) আর তাঁহার তসবীহ পড়িতে থাক সকাল–সন্ধ্যা।(ফাত্‌হ, রুকূ ঃ ১)

(٦٣) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝ (سورہ ق رکوع ۳)

پس ان لوگوں کی نامناسب باتوں پر) جو کچھ وہ کہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب کے غروب کے بعد اور رات میں بھی اس کی تسبیح وتحمید کیجئے اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی تسبیح وتحمید کیجئے ۔

(৬৩) অতএব আপনি তাহাদের (অশোভনীয়) কথার উপর ছবর করুন আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর তাঁহার তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন। আর রাত্রেও তাহার তসবীহ ও প্রশংসা করুন এবং (ফরজ) নামাযের পরও তসবীহ ও প্রশংসা করুন। (সূরা কাফ, রুকূ ঃ ৩)

(٦٤) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (سورہ طور رکوع ۲)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں ۔

(৬৪) আল্লাহর যাত ঐ সমস্ত জিনিস হইতে পবিত্র যেগুলিকে ইহারা শরীক করে। (সূরা তূর, রুকূ ঃ ২)

(٦٥) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝ (سورہ طور رکوع ۲)

اور اپنے رب کی تسبیح وتحمید کیا کیجئے مجلس سے یا سونے سے) اٹھنے کے بعد (یعنی تہجد کے وقت) اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے (غروب ہونے کے) بعد بھی ۔

(৬৫) আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন (মজলিস অথবা ঘুম হইতে) উঠিবার পর (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়)। রাত্রেও তাঁহার তসবীহ করিতে থাকুন এবং তারকাসমূহ ডুবিয়া যাওয়ার পরও (তসবীহ পড়ুন)। (সূরা তূর, রুকূ ঃ ২)

(৬৬-৬৭) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۞
(سورۂ واقعہ رکوع ۲-۳ دو جگہ)

پس اپنے اُس بڑی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(৬৬) (৬৭) অতএব আপন মহান রবের নামের তসবীহ পড়িতে থাকুন। (সূরা ওয়াকেয়া, রুকূ ঃ ২ ও ৩ ঃ দুই জায়গায়)

(৬৮) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞
(سورۂ حدید رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৬৮) আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।(সূরা হাদীদ, রুকূ ঃ ১)

(৬৯) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞
(سورۂ حشر رکوع ۱)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৬৯) যাহাকিছু আসমানে আছে, আর যাহা কিছু জমীনে আছে সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ১)

(৭০) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞
(سورۂ حشر رکوع ۳)

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔

(৭০) তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ তায়ালা তাহা হইতে পবিত্র। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

(৭১) يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞
(سورۂ حشر رکوع ۳)

اللہ تعالیٰ شانہٗ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৭১) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা।(সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

(৭২) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں

ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔
(سورۂ صف رکوع ۱)

(৭২) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তিনি জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা ছফ, রুকূ ঃ ১)

(৭৩) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۞
(سورۂ جمعہ رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(৭৩) আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে সবই যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে। তিনি বাদশাহ, যাবতীয় দোষ–ত্রুটি হইতে পাক, জবরদস্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা জুমুআ, রুকূ ঃ ১)

(৭৪) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞
(سورۂ تغابن رکوع ۱)

اللہ جل شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اسی کے لئے ساری سلطنت ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

(৭৪) যাহা কিছু আসমানে ও জমীনে আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ করিতে থাকে। তাহারই সমস্ত রাজত্ব, তিনিই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাগাবুন, রুকূ ঃ ১)

(৭৫-৭৬) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۞ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۞
(سورۂ قلم رکوع ۱)

ان میں سے جو افضل تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے (پہلے ہی) کہا نہ تھا اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ لوگ کہنے لگے سُبحان ربنا (ہمارا رب پاک ہے) بیشک ہم خطاوار ہیں۔

(৭৫) (৭৬) তাহাদের মধ্যে যে উত্তম ছিল সে বলিতে লাগিল, আমি কি তোমাদের (আগেই) বলি নাই যে, তোমরা আল্লাহর তসবীহ কেন কর না? ঐ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, আমাদের রব পবিত্র ; নিঃসন্দেহে

আমরাই গোনাহগার। (সূরা কালাম, রুকূ ঃ ১)

(۷۷) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۞
(سورہ الحاقۃ رکوع ۲)

پس اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیئے۔

(৭৭) অতএব আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা আল-হাক্কাহ, রুকূ ঃ ২)

(۷۸) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۞
(سورہ دہر رکوع ۲)

اپنے پروردگار کا صبح وشام نام لیا کیجئے اور رات کو بھی اس کے لئے سجدہ کیجئے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔

(৭৮) সকাল-সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদিগারের নাম লইতে থাকুন, রাত্রেও তাহার জন্য সেজদা করুন এবং রাত্রির বড় অংশে তাহার তসবীহ করিতে থাকুন। (সূরা দাহ্‌র, রুকূ ঃ ২)

(۷۹) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۞
(سورہ اعلیٰ رکوع ۱)

آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(৭৯) আপন মহান পরোয়ারদিগারের নামের তসবীহ পড়ুন।
(সূরা আ'লা, রুকূ ঃ ১)

(۸۰) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۞
(سورہ نصر رکوع ۱)

پس آپ اپنے رب کی تسبیح وتحمید کرتے رہیئے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیئے بیشک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(৮০) অতএব আপনি আপন রবের তসবীহ ও প্রশংসা করিতে থাকুন এবং তাহার নিকট মাগফেরাত কামনা করিতে থাকুন। নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবূলকারী। (সূরা নাছর, রুকূ ঃ ১)

ফায়দা ঃ এই আশিটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার তসবীহ অর্থাৎ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করা বা উহা স্বীকার করার হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। যেই বিষয়টিকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে এত গুরুত্বসহকারে বারবার বর্ণনা করিয়াছেন উহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা থাকিতে পারে না। এইসব আয়াতের মধ্যে অনেক আয়াতে তসবীহের সঙ্গে তাহমীদ অর্থাৎ প্রশংসা, হামদ বয়ান করা এবং তৎসঙ্গে আল-হামদুলিল্লাহ বলার

বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক আয়াতে আল-হামদুলিল্লাহ বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল এই যে, আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম শুরুই করা হইয়াছে আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা। ইহা হইতে বড় ফযীলত এই কালেমার আর কি হইতে পারে!

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞
(سورہ فاتحہ رکوع ۱)

سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জাহানের পরোয়ারদেগার। (সূরা ফাতেহা, রুকূ ঃ ১)

(۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۞
(سورہ انعام رکوع ۱)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ (دوسروں کو) اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔

(২) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি আসমান ও জমীন পয়দা করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও নূর পয়দা করিয়াছেন। তবুও কাফেররা (অন্যকে) আপন রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (আনআম, রুকূঃ ১)

(۳) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞
(سورۃ انعام رکوع ۵)

پھر (ہماری گرفت سے) ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (اس کا شکر ہے) جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(৩) অতঃপর (আমার পাকড়াওয়ের কারণে) জালেমদের মূল কাটিয়া গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য (তাহার শোকর) যিনি তামাম জাহানের পরোয়ারদিগার। (সূরা আনআম, রুকূ ঃ ৫)

(۴) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ
(سورۃ اعراف رکوع ۵)

اور جنت میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ جل شانہ ہم کو نہ پہنچاتے۔

(৪) এবং (জান্নাতে পৌছিবার পর) ঐ সমস্ত লোক বলিতে লাগিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এই স্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। আমরা এখানে কখনও পৌছিতে পারিতাম না যদি আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে না পৌছাইতেন। (সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ৫)

(۵) اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ
الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَکْتُوْبًا عِنْدَهُمْ
فِی التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ (سورہ اعراف ع ۱۹)

جو لوگ ایسے رسول نبیٔ اُمّی کا اِتباع کرتے
ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل
میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

(৫) যাহারা এইরূপ নিরক্ষর নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে যাহাকে তাহারা নিজেদের নিকট বিদ্যমান তৌরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়।
(সূরা আ'রাফ, রুকূ ঃ ১৯)

ফায়দা ঃ তৌরাত কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মত বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা করিবে। 'দুররে মানছূর' কিতাবে এ সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

(۶) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ
السَّآئِحُوْنَ الرّٰکِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ
الْمُنْکَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِیْنَ ○ (سورہ توبہ رکوع ۱۴)

(اُن مجاہدین کے اَوصاف جن کے نفوس
کو اللہ جلّ شانُہٗ نے جنّت کے بدلے میں خرید
لیا ہے یہ ہیں کہ) وہ گناہوں سے توبہ کرنے
والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں،
اللہ کی حمد کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے
ہیں، یا اللہ کی رضا کے لئے سفر کرنے والے ہیں، رُکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں (یعنی
نمازی ہیں)، نیک باتوں کا حکم کرنے والے ہیں اور بُری باتوں سے روکنے والے ہیں
(تبلیغ کرنے والے ہیں) اور اللہ کی حدود کی (یعنی احکام کی) حفاظت کرنے والے
ہیں (ایسے) مومنوں کو آپ خوشخبری سُنا دیجئے۔

(৬) (যে সকল মুজাহিদের জান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া নিয়াছেন, তাহাদের গুণাবলী হইল) তাহারা গোনাহ হইতে তওবাকারী, আল্লাহর এবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী (অথবা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী) রুকূ-সেজদাকারী (অর্থাৎ তাহারা নামাযী), নেক কাজে আদেশকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী (অর্থাৎ তাহারা তবলীগ করে) আল্লাহ তায়ালার সীমা

(হুকুম-আহকামের) হেফাজতকারী ; (এইরূপ) মোমিনদেরকে আপনি খোশখবর শুনাইয়া দিন। (সূরা তওবা, রুকূ ঃ ১৪)

(۷) وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○ؑ
(سورہ یونس رکوع ۱)

اور آخری پکار اُن کی یہی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (تمام تعریف اللہ ہی کے
لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

(৭) তাহাদের সর্বশেষ কথা হইল, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।) (সূরা ইউনুস, রুকূ ঃ ১)

(۸) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ
عَلَی الْکِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ
(سورہ ابراہیم رکوع ۶)

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے
بڑھاپے میں مجھ کو (دو بیٹے) اسمٰعیل واسحٰق
(علیٰ نبیّنا وعلیہما الصّلوٰۃ والسّلام) عطا فرمائے۔

(৮) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে (দুইটি পুত্র সন্তান) ইসমাঈল ও ইসহাক দান করিয়াছেন। (সূরা ইবরাহীম, রুকূ ঃ ৬)

(۹) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَکْثَرُهُمْ
لَا یَعْلَمُوْنَ ○ (سورہ نحل رکوع ۱۰)

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (پھر بھی
وہ لوگ اس طرف متوجّہ نہیں ہوتے) بلکہ اکثر
ان میں سے ناسمجھ ہیں۔

(৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, (তথাপি তাহারা এইদিকে মনোযোগী হয় না।) বরং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (নাহ্ল, রুকূঃ ১০)

(۱۰) یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ
بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا
قَلِیْلًا ○ؑ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵)

جس دن (صُور پھُنکے گا اور تم کو زندہ کرکے
پُکارا جائے گا تو تم مجبورًا اس کی حمد (وثنا)
کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کروگے اور (ان
حالات کو دیکھ کر) گمان کروگے (کہ تم دنیا میں اور قبر میں) بہت ہی کم مدّت ٹھہرے تھے۔

(১০) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং তোমাদেরকে জিন্দা করিয়া ডাক দেওয়া হইবে, সেইদিন তোমরা বাধ্য হইয়া তাহার প্রশংসা করতঃ আদেশ পালন করিবে। আর (এইসব অবস্থা দেখিয়া) তোমরা ধারণা করিবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা (দুনিয়াতে এবং কবরে) অবস্থান করিয়াছিলে। (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ ঃ ৫)

(١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

(سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۲)

اور آپ (علی الاعلان) کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اُسی اللہ کے لئے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اُس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خُوب تکبیر (بڑائی بیان) کیا کیجئے۔

(১১) আপনি (প্রকাশ্যে) বলিয়া দিন যে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি না কোন সন্তান-সন্ততি রাখেন, না তাঁহার রাজত্বে কোন শরীক আছে ; না দুর্বলতাহেতু তাঁহার কোন সাহায্যকারী রহিয়াছে। আর আপনি তাঁহার খুব বড়ত্ব বর্ণনা করিতে থাকুন।(সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ ঃ ১২)

(١٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝

(سورہ کہف رکوع ۱)

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا سی بھی کجی نہیں رکھی۔

(১২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর কিতাব নাজেল করিয়াছেন এবং উঁহাতে কোন প্রকার সামান্যতম বক্রতাও রাখেন নাই।

(সূরা কাহাফ, রুকূ ঃ ১)

(١٣) فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(سورہ مؤمنون رکوع ۲)

(حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ) تو کہنا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔

(১৩) (হযরত নূহ (আঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, যখন তুমি নৌকাতে বসিয়া যাও) তখন বল, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জালেমদের কবল হইতে নাজাত দিয়াছেন।

(সূরা মুমিনুন, রুকূ ঃ ২)

(١٤) وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(سورہ نمل رکوع ۲)

اور (حضرت سلیمانؑ اور حضرت داؤدؑ نے) کہا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

(১৪) আর (হযরত সুলাইমান ও হযরত দাঊদ (আঃ)) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অনেক মোমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ২)

(١٥) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۔

(سورہ نمل رکوع ۵)

آپ (خطبہ کے طور پر) کہئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اُس نے منتخب فرمایا۔

(১৫) আপনি (খোতবা হিসাবে) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য আর তাহার ঐ সমস্ত বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ৫)

(١٦) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۔

(سورہ نمل رکوع ۷)

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھاوے گا پس تم اس کو پہچان لوگے۔

(১৬) এবং আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি অতিসত্বর তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইবেন, তখন তোমরা ঐগুলি চিনিয়া লইবে। (সূরা নামল, রুকূ ঃ ৭)

(١٧) لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(سورہ قصص رکوع ۷)

حمد وثنا کے لائق دنیا اور آخرت میں وہی ہے اور حکومت بھی اسی کے لئے ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(১৭) দুনিয়া ও আখেরাতে হাম্দ ও ছানার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, রাজত্বও একমাত্র তাঁহারই এবং তাঁহারই দিকে তোমাদেরকে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে। (সূরা কাছাছ, রুকূ ঃ ৭)

(۱۸) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ (سورۂ عنکبوت رکوع ۶)

آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر ان میں سمجھتے بھی نہیں۔

(১৮) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ বুঝেও না। (সূরা আনকাবুত, রুকূ ঃ ২)

(۱۹) وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○ (سورۂ لقمان رکوع ۲)

اور جو شخص کفر کرے (ناشکری کرے) تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔

(১৯) আর যে ব্যক্তি কুফরী (অর্থাৎ নাশোকরী) করে, তবে আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায এবং প্রশংসনীয়। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ২)

(۲۰) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ (سورۂ لقمان رکوع ۳)

آپ کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اکثر ان میں کے جاہل ہیں۔

(২০) আপনি বলিয়া দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (ইহারা মানে না) বরং ইহাদের অধিকাংশ মূর্খ। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(۲۱) إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ (سورۂ لقمان رکوع ۳)

بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔

(২১) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বে-নিয়ায, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। (সূরা লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(۲۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ (سورۂ سبا رکوع ۱)

تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی کی حمد (وثنا) ہو گی آخرت میں (کسی دوسرے کی پوچھ نہیں)

(২২) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান-জমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আখেরাতে প্রশংসা একমাত্র তাহারই জন্য হইবে (অন্য কাহারো জন্য নয়)। (সূরা সাবা, রুকূ ঃ ১)

(۲۳) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (سورۂ فاطر رکوع ۱)

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا۔

(২৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ পয়দা করিয়াছেন এবং জমীন পয়দা করিয়াছেন। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ১)

(۲۴) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○ (سورۂ فاطر رکوع ۳)

اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔

(২৪) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ বে-নিয়ায। তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ৩)

(۲۵) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۙ الَّذِيْ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○ (سورۂ فاطر رکوع ۴)

(جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے) اور کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کیلئے) رنج دور کر دیا بیشک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدر کرنے والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں پہنچا دیا نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

(২৫) (মুসলমানগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাহাদিগকে রেশমের পোশাক পরানো হইবে) আর তাহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি (চিরদিনের জন্য) আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের রব বড় দয়াশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। যিনি মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যেখানে আমাদের না কোন কষ্ট হইবে আর না আমাদের কোন ক্লান্তি আসিবে। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ৪)

(۲۶) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ (سورۂ صافات رکوع ۵)

اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(২৬) শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের উপর এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। (ছাফফাত, রুকূঃ ৫)

(২৭) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (سورۂ زمر رکوع ۳)

تمام تعریف اللہ کے واسطے ہے مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں بلکہ اکثر جاہل ہیں۔

(২৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, (কিন্তু এই সকল লোক বুঝে না) বরং তাহারা অধিকাংশই জাহেল। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৩)

(২৮) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ۝ (سورۂ زمر رکوع ۸)

اور جب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ تمام تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس زمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔

(২৮) আর (মুসলমানগণ জান্নাতে দাখেল হইয়া) বলিবে, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের সহিত তাহার কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং আমাদেরকে এই জমীনের মালিক বানাইয়া দিয়াছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব। নেক আমলকারীদের কতই না উত্তম প্রতিদান। (সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৮)

(২৯) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورۂ جاثیہ ع ۴)

پس اللہ ہی کے لئے تمام تعریف ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(২৯) অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আসমান ও জমীনের পরোয়ারদিগার এবং সমগ্র জাহানের পরোয়ারদিগার। (সূরা জাশিয়াহ, রুকূ ঃ ৪)

(৩০) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط (سورۂ بروج رکوع ۱)

(ایک کافر بادشاہ کے مسلمانوں کو ستانے اور تکلیفیں دینے کا اُوپر سے ذکر ہے) اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آتے تھے جو زبردست ہے اور تعریف کا مستحق ہے اسی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔

৩০ (পূর্ব হইতে মুসলমানদের উপর এক কাফের বাদশার জুলুম অত্যাচারের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে) আর ঐ কাফেররা মুসলমানদের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য এবং তাহারই জন্য আসমান ও জমীনের রাজত্ব। (বুরুজ, রুকূ ঃ ১)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার প্রতি উৎসাহদান উহার হুকুম ও উহার খবর বর্ণিত হইয়াছে। বহু হাদীসেও অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসাকারীদের ফযীলত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত লোককে ডাকা হইবে, যাহারা সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের প্রশংসা খুবই পছন্দনীয়। আর হওয়াও চাই, কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল্লাহ ছাড়া অন্যের কি প্রশংসা হইতে পারে ; যাহার এখতিয়ার কিছুই নাই বরং সে নিজেই নিজের এখতেয়ারভুক্ত নহে। কাজেই প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহারাই শ্রেষ্ঠ বান্দা হইবে, যাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও হামদ ও ছানা করে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, প্রশংসা হইল শোকর-গুজারীর আসল ও মূল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করিল না, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করিল না। এক হাদীসে আসিয়াছে, কোন নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা করার দ্বারা উক্ত নেয়ামতের হেফাজত হয়। এক হাদীসে আছে, সমগ্র দুনিয়া যদি আমার উম্মতের কাহারও হাতে থাকে আর সে আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তবে এই আল-হামদুলিল্লাহ বলা সমগ্র দুনিয়া হইতে উত্তম। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন আর সে ঐ নেয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন নেয়ামত যত বড়ই হউক প্রশংসা উহা হইতে বেশী হইয়া যায়।

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে পড়িলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া কে পড়িল? সাহাবী ভয় পাইলেন—হয়ত বা কোন অনুচিত কথা হইয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দোষের কিছু

নাই। সে কোন খারাপ কথা বলে নাই। তখন সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই দোয়া আমি পড়িয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তেরজন ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই চেষ্টা করিতেছিল যে, কে এই কালেমাকে সবার আগে লইয়া যাইবে। আর এই হাদীস তো প্রসিদ্ধ আছে যে, গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজ আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত শুরু করা হইবে উহা বরকতহীন হইবে। এইজন্য সাধারণতঃ সমস্ত কিতাব আল্লাহর প্রশংসা দিয়া শুরু করা হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, কাহারও সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করিয়াছ? তাহারা আরজ করে, কবজ করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি তাহার কলিজার টুকরাকে লইয়া ফেলিয়াছ? তাহারা আরজ করে, নিঃসন্দেহে লইয়া ফেলিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, ইহার উপর আমার বান্দা কি বলিয়াছে? তাহারা আরজ করে, তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করিয়াছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়িয়াছে। তখন এরশাদ হয়, আচ্ছা, ইহার বিনিময়ে জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ইহার উপর সীমাহীন খুশী হইয়া যান যে, বান্দা কিছু খাওয়া বা পান করিবার পর আল–হামদুলিল্লাহ বলে।

কালেমায়ে ছুওমের তৃতীয় বাক্যটি ছিল, 'তাহলীল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

কালেমায়ে ছুওমের চতুর্থ বাক্যকে তাকবীর বলে, অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা, আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বয়ান করা এবং তাহার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করা, যাহা 'আল্লাহু আকবার' বলার মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। উপরোক্ত আয়াতগুলিতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শুধু 'তকবীর' অর্থাৎ আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্বের বর্ণনাও বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে ঃ

(١) وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (سورہ بقرہ رکوع ۲۳)

اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔

(১) এবং আর যেন তোমরা আল্লাহর বড়াই বর্ণনা কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং যেন তোমরা আল্লাহ

তায়ালার শোকর আদায় কর। (সূরা বাকারা, রুকূ ঃ ২৩)

(٢) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○ (سورہ رعد رکوع ۲)

وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، (سب سے) بڑا ہے اور عالی شان رتبہ والا ہے۔

(২) তিনি যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা রাদ, রুকূ ঃ ২)

(٣) كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○ (سورہ حج رکوع ۵)

اسی طرح اللہ جل شانہٗ نے (قربانی کے جانوروں کو) تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی (اور قربانی کرنے کی توفیق دی) اور (اے محمدؐ) اخلاص والوں کو (اللہ کی رضا کی) خوش خبری سنا دیجئے۔

(৩) এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা (কোরবানীর পশুকে) তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে তোমরা আল্লাহর বড়াই বয়ান কর। এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন (এবং কুরবানী করার তওফীক দিয়াছেন)। আর (হে মোহাম্মদ সঃ!) আপনি এখলাছ ওয়ালাদেরকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির) খোশখবরী শুনাইয়া দিন। (হজ, রুকূ ঃ ৫)

(٤-٥) وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○ (سورہ حج رکوع ۸) (سورہ لقمٰن رکوع ۳)

اور بے شک اللہ جل شانہٗ ہی عالی شان اور بڑائی والا ہے۔

(৪–৫) আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই উচ্চমর্যাদাশীল ও মহান।

(সূরা হজ্জ, রুকূ ঃ ৮ ; লোকমান, রুকূ ঃ ৩)

(٦) حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (سورہ سبا رکوع ۳)

(جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ خوف کے مارے گھبرا جاتے ہیں) یہاں تک کہ جب اُن کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار کا کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ (فلانی) حق بات کا حکم ہوا واقعی وہ عالی شان اور بڑے مرتبہ والا ہے۔

(৬) (যখন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন হুকুম করা হয়

তখন তাহারা ভয়ে ঘাবড়াইয়া যায়।) অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূর হইয়া যায় তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে কি হুকুম হইয়াছে? তাহারা বলে, (অমুক) হক বিষয়ের হুকুম হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তায়ালা অতি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা সাবা, রুকূ ঃ ৩)

(৭) فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ۝ (سورۂ مؤمن رکوع ۲)

پس حکم اللہ ہی کے لئے ہے جو عالی شان ہے، بڑے رتبہ والا ہے۔

(৭) অতএব হুকুম আল্লাহ তায়ালারই, যিনি অতি মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল। (সূরা মুমিন, রুকূ ঃ ২)

(৮) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (سورہ جاثیہ رکوع ۴)

اور اسی (پاک ذات) کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

(৮) আর ঐ পাক যাতের জন্যই বড়ত্ব আসমানসমূহে এবং জমীনে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত হেকমতওয়ালা। (সূরা জাছিয়া, রুকূ ঃ ৪)

(৯) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (سورہ حشر ع ۳)

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے (سب نقصانات سے) سالم ہے امن دینے والا ہے نگہبانی کرنے والا ہے۔ (یعنی آفتوں سے بچانے والا ہے) زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے بڑائی والا ہے۔

(৯) তিনি এমন মাবূদ যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি বাদশাহ। (সমস্ত দোষ হইতে) পবিত্র (সমস্ত ত্রুটি হইতে) মুক্ত। নিরাপত্তা দানকারী রক্ষণাবেক্ষণকারী (অর্থাৎ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষাকারী)। তিনি মহাপরাক্রান্ত। বিকৃতের সংস্কারক। তিনি সুমহান। (সূরা হাশর, রুকূ ঃ ৩)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং ইহার হুকুম করা হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসেও বিশেষভাবে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশের হুকুম করা হইয়াছে এবং ইহার প্রতি অধিক পরিমাণে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোথাও আগুন লাগিয়াছে দেখিলে তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বেশী বেশী করিয়া) পড়িতে থাক। ইহা আগুন নিভাইয়া

দিবে। আরেক হাদীসে আছে, তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলা) আগুনকে নিভাইয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন বান্দা তকবীর বলে, তখন (উহার নূর) জমীন হইতে আসমান পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসকে ঢাকিয়া ফেলে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আমাকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তকবীর বলিতে হুকুম করিয়াছেন।

এই সমস্ত আয়াত ও হাদীস ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার আজমত, মহত্ব, তাঁহার হামদ ও ছানা এবং বুলন্দ উচ্চ মর্যাদার বিষয়কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দে কুরআন পাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক আয়াত এইরূপ রহিয়াছে, যেখানে এইসব তসবীহের শব্দাবলী উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু এইসব তসবীহকেই বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ কিছু আয়াত বর্ণনা করা হইল ঃ

(১) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝ (سورہ بقرہ رکوع ۴)

پس حاصل کر لئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے (ان کے ذریعہ سے توبہ کی) پس اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی بیشک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔

(১) অতঃপর হযরত আদম (আঃ) আপন রবের নিকট হইতে কতিপয় কালেমা লাভ করিলেন (যাহা দ্বারা তিনি তওবা করিলেন)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (করুণভরে) তাঁহার প্রতি মনোযোগ দিলেন। নিশ্চয় তিনিই বড় তওবা কবুলকারী ও বড় মেহেরবান। (বাকারা, রুকূ ঃ ৪)

ফায়দা ঃ উক্ত কালেমাসমূহের তাফসীরে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, কালেমাগুলি নিম্নরূপ ছিল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ. لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

এই বিষয়ে আরও বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'দুররে মানছুর' কিতাবে লিখিয়াছেন। উহাতে তসবীহ ও তাহমীদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(سورہ انعام رکوع ۲۰)

جو شخص ایک نیکی لے کر آوے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا اور جو شخص برائی لے کر آوے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

(২) যে ব্যক্তি একটি নেকী লইয়া আসিবে সে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে তাহার সমপরিমাণ শাস্তি মিলিবে এবং তাহাদের উপর জুলুম করা হইবে না। (সূরা আনআম, রুকূ ঃ ২০)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুইটি বিষয় এমন আছে যে, যে কোন মুসলমান উহার প্রতি যত্নবান হইবে জান্নাতে দাখেল হইবে। বিষয় দুইটি খুবই মামুলী কিন্তু উহার উপর আমলকারী খুবই কম। প্রথম আমল হইল, সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশবার করিয়া পড়িয়া লইবে। ইহাতে প্রত্যহ (পাঁচওয়াক্ত নামাযে) একশত পঞ্চাশ বার পড়া হইবে। যাহার সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া পনর শত নেকী হইয়া যাইবে।

আর দ্বিতীয় আমল হইল, শুইবার সময় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়িয়া লইবে। মোট একশত বার পড়া হইল, ইহাতে একহাজার নেকী হইয়া গেল। এখন এইগুলি ও সারাদিনের নামায শেষের সমষ্টি মিলিয়া দুই হাজার পাঁচশত নেকী হইয়া গেল। আমলসমূহ ওজন করিবার সময় দৈনিক আড়াই হাজার গোনাহ কাহার হইবে যাহা উক্ত নেকীসমূহের উপর প্রবল হইয়া যাইবে। অধম বান্দার মতে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মধ্যে যদিও এমন কেহ হইবেন না যাহার আড়াই হাজার গোনাহ দৈনিক হইত ; কিন্তু বর্তমান জমানায় আমাদের দৈনিক বদ–আমল উহা হইতে অনেক বেশী। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেরবানী করিয়া গোনাহের তুলনায় নেকী বেশী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র বলিয়া দিয়াছেন। এখন ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চলা না চলা রোগীর কাজ। এক হাদীসে আসিয়াছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমল দুইটি এত সহজ, তবুও ইহার উপর আমলকারী এত কম—ইহার কারণ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, শুইবার সময় শয়তান তসবীহ পড়ার আগে ঘুম পাড়াইয়া দেয় আর নামাযের সময় এমন কোন কথা মনে করাইয়া দেয় যাহার দরুন তসবীহ না পড়িয়াই

উঠিয়া চলিয়া যায়। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা কি দৈনিক এক হাজার নেকী কামাই করিতে অক্ষম? কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজার নেকী দৈনিক কি করিয়া কামাই করা যায়। এরশাদ ফরমাইলেন, একশত বার সুবহানাল্লাহ পড় হাজার নেকী হইয়া যাইবে।

(৩) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

(سورۂ کہف رکوع ٦)

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق (فقط) ہے اور باقیات صالحات (وہ نیک اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی (بدرجہا) بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں (کہ ان کے ساتھ امیدیں قائم کی جائیں بخلاف مال اور اولاد کے کہ ان سے امیدیں قائم کرنا بے کار ہے۔

(৩) ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। আর 'বাকিয়াতে ছালেহাত' (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নেক আমল) তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সওয়াবের দিক দিয়াও অনেক বেশী উত্তম এবং আশা হিসাবেও বহু গুণে শ্রেয়। (অর্থাৎ ঐগুলির উপর আশা করা যায়। কিন্তু মাল–আওলাদের উপর আশা করা অনর্থক।)

(৪) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ○

(سورۂ مریم رکوع ٥)

اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقیات صالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔

(৪) আর আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতপ্রাপ্তদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর 'বাকিয়াতে ছালেহাত' তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সওয়াবের দিক দিয়াও উত্তম এবং পরিনামের দিক দিয়াও উত্তম।

ফায়দা ঃ যদিও 'বাকিয়াতে ছালেহাতের' মধ্যে এমন সমস্ত নেক আমলই অন্তর্ভুক্ত, যেইগুলির সওয়াব চিরকাল লাভ হইতে থাকিবে, কিন্তু বহু হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, এইসব তসবীহকেই 'বাকিয়াতে ছালেহাত' বলা হয়। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা 'বাকিয়াতে ছালেহাত'কে বেশী বেশী করিয়া পড়িতে থাক। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি জিনিস? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু

আকবার), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমীদ (অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ বলা) এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, খুব ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বাকিয়াতে ছালেহাতের অন্তর্ভুক্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, তোমরা নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থা করিয়া লও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপস্থিত কোন দুশমনের আক্রমণ হইতে কি নিজেদের হেফাজত করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, বরং জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতের ব্যবস্থা কর। আর তাহা হইল, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পড়া। এই কালেমাগুলি কেয়ামতের দিন অগ্রগামী থাকিবে (অর্থাৎ সুপারিশ করিবে অথবা আগে বাড়াইয়া দিবে অর্থাৎ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে বাড়াইয়া দিবে।) পিছনে থাকিবে। (অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া হেফাজত করিবে।) এহসান করিবে। আর এইগুলিই হইল বাকিয়াতে ছালেহাত। আরও অনেক রেওয়ায়েতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'দুররে মানছূর' কিতাবে এই সমস্ত রেওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ الاٰية ، اللہ ہی کے واسطے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔

(سورۂ زمر رکوع ۶) (سورۂ شوریٰ رکوع ۲)

(৫) আসমান ও জমীনের সমস্ত চাবি আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে।

(সূরা যুমার, রুকূ ঃ ৬ ; সূরা শূরা, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমান-জমীনের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, উহা হইল ঃ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ
لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অন্য এক হাদীসে আছে, আসমান-জমীনের চাবি হইল, 'সুবহানাল্লাহি

ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'। আর ইহা আরশের খাজানা হইতে নাজেল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

(٦) اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ

اسی کی طرف اچھے کلمے پہونچتے ہیں اور نیک عمل اُن کو پہنچاتا ہے۔

(سورہ فاطر رکوع ۲)

(৬) তাহারই দিকে উত্তম কালেমাসমূহ পৌছে এবং নেক আমল উহাকে পৌছায়। (সূরা ফাতির, রুকূ ঃ ২)

ফায়দা ঃ কালেমা তাইয়্যেবার বয়ানে এই আয়াতের আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস শুনাই তখন কুরআনের আয়াত দ্বারা উহার সনদ পেশ করিয়া থাকি। মুসলমান যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' এবং আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাবারাকাল্লাহ পড়ে, তখন ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানার মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই কালেমাগুলিকে বহন করিয়া আসমানের উপর লইয়া যায় এবং তাহারা যে যে আসমান অতিক্রম করে সেখানকার ফেরেশতাগণ এই কালেমা পাঠকারীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার সমর্থন কুরআনের এই আয়াত রহিয়াছে ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

(সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১০)

হযরত কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, আরশের চারিদিক সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার-এর এক প্রকার গুঞ্জন হয়, যাহার মধ্যে এই কালেমাগুলি আপন পাঠকারীদের আলোচনা করিতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত কা'ব (রহঃ) এই বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবী হযরত নোমান (রাযিঃ)ও এইরূপ বিষয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কালেমাসমূহের ফযীলত এবং উহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں وہ سبحان اللہ وبحمدہٖ اور سبحان اللہ العظیم ہیں۔

(رواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجۃ کذا فی الترغیب)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, দুইটি কালেমা এমন রহিয়াছে, যাহা জবানে বড় হালকা, ওজনে খুব ভারী আর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। উহা হইল, ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী ছুবহানাল্লাহিল আজীম। (বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ 'জবানে হালকা'র অর্থ হইল, পড়িতে তেমন সময়ও লাগে না। কেননা অতি সংক্ষিপ্ত আর মুখস্থ করিতে তেমন কষ্ট বা দেরী হয় না। ইহা সত্ত্বেও আ'মাল ওজন করার সময় উক্ত কালেমাগুলি বেশী হওয়ার কারণে অনেক ভারী হইয়া যাইবে। যদি কোন ফায়দা নাও থাকিত তবুও ইহার চেয়ে বড় জিনিস আর কি হইবে যে, এই দুইটি কালেমা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। ইমাম বোখারী (রহঃ) তাঁহার সহীহ বোখারী শরীফ এই দুই কালেমা দ্বারাই খতম করিয়াছেন এবং উল্লেখিত হাদীসই তাঁহার কিতাবের সর্বশেষ হাদীস।

এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করা ছাড়িয়া না দেয় ; ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িলে হাজার নেকী হইয়া যাইবে। এতগুলি গোনাহ তো ইনশাআল্লাহ রোজানা হইবেও না ; আর এই তাসবীহ ব্যতীত যত নেক কাজ করিয়া থাকিবে উহার সওয়াব অতিরিক্ত লাভের মধ্যে রহিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এক এক তছবীহ (১০০ বার) পরিমাণ ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী পড়িবে, সমুদ্রের ফেনা হইতে বেশী হইলেও তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়িলে গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমন (শীতের মৌসুমে) গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়।

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے میں نے عرض کیا ضرور بتاویں ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہٖ۔ دوسری حدیث میں ہے سبحان ربی وبحمدہٖ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لئے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے اور وہ سبحان اللہ وبحمدہٖ ہے۔

(رواہ مسلم والنسائی والترمذی الا انہ قال سبحان ربی وبحمدہٖ وقال حسن صحیح وعزاہ السیوطی فی الجامع الصغیر الی مسلم واحمد والترمذی ورقم لہ بالصحۃ وفی روایۃ لمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفی اللہ لملٰئکتہ اولعبادہ سبحان اللہ وبحمدہٖ کذا فی الترغیب قلت واخرج الاخیر الحاکم وصححہ علی شرط مسلم واقرہ علیہ الذہبی وذکرہ السیوطی فی الجامع بروایۃ احمد عن رجل مختصرا ورقم لہ بالصحۃ)

(২) হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম কোন্‌টি বলিয়া দিব? আমি আরজ করিলাম, নিশ্চয়ই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। অন্য হাদীসে আছে, 'ছুবহানা রাব্বী ওয়াবিহামদিহী'। এক হাদীসে ইহাও আছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ফেরেশতাদের জন্য যে জিনিসকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাই সর্বোত্তম, অর্থাৎ 'ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী'। (মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ প্রথম পরিচ্ছেদে কয়েকটি আয়াতে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে, আরশের নিকটস্থ ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনায় ও প্রশংসায় মশগুল থাকে। তাঁহাদের কাজই হইল আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায় মশগুল থাকা। এই কারণে যখন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার সময় হইল তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই কথাই উল্লেখ করিল যে, আমরা সর্বদা আপনার তসবীহ পাঠ করি আপনার প্রশংসার সহিত এবং সর্বদা আপনার পবিত্রতা

অন্তরে স্বীকার করি। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম আয়াতে আলোচিত হইয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালার আজমত ও মহত্বের ভারে আসমান (ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া) শব্দ করে (যেমন চৌকি ইত্যাদি অধিক ভারের দরুন শব্দ করিয়া থাকে।) আর আসমানের জন্য এইরূপ আওয়াজ করিতে বাধ্য ; (কেননা আল্লাহর মহত্বের বোঝা অত্যন্ত ভারী) ঐ মহান যাতের কছম যাহার হাতে মোহাম্মদ (সঃ)এর প্রাণ—সমস্ত আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও এমন নাই যেখানে কোন ফেরেশতা সেজদা অবস্থায় আল্লাহর তাছবীহ ও তাহমীদে মশগুল না আছেন।

(٣) عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ اَبِیْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللّٰہُ لَهٗ مِائَةَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَّاَرْبَعًا وَّعِشْرِیْنَ اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالُوْا یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اِذًا لَّا یَهْلِكُ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ بَلٰی اِنَّ اَحَدَكُمْ لَیَجِیْئُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلٰی جَبَلٍ اَثْقَلَتْهُ ثُمَّ تَجِیْئُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ثُمَّ یَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِهٖ۔

(رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب قلت واقرہ علیہ الذہبی)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہے اس کے لئے جنت واجب ہوجائیگی اور جو شخص سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سو مرتبہ پڑھے گا اُس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی) حضورؐ نے فرمایا (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اور کیوں نہ ہوں) بعض آدمی اتنی نیکیاں لیکر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہوجائیں گی. البتہ اللہ جل شانہٗ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے.

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী একশত বার পড়িবে,

তাহার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় তো (কেয়ামতের দিন) কেহই ধ্বংস হইতে পারে না (কেননা নেকীসমূহ বেশী থাকিবে)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, (কোন কোন লোক তবুও ধ্বংস হইবে ; আর কেনই বা ধ্বংস হইবে না)—কিছুসংখ্যক লোক এত বেশী নেকী লইয়া আসিবে যে, উহা পাহাড়ের উপর রাখিলে পাহাড় ধসিয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় ঐসব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও দয়ার দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। (তারগীব ঃ হাকেম)

ফায়দা ঃ 'আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে'—এই বাক্যটির অর্থ হইল, কেয়ামতের দিন যেখানে নেকী ও বদীর ওজন করা হইবে সেখানে এই বিষয়েও প্রশ্ন করা হইবে এবং হিসাব লওয়া হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার কি হক আদায় করিয়াছে ও কি শোকর আদায় করা হইয়াছে। বান্দার নিকট প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ পাকেরই দেওয়া। প্রত্যেক জিনিসের একটি হক আছে। এই হক আদায় সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, প্রত্যেক সকালে প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি জোড়া এবং হাড়ের উপর একটা ছদকা ওয়াজিব হয়। অন্য এক হাদীসে আছে—মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে ; প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করিয়া ছদকা করা তাহার উপর জরুরী। অর্থাৎ ইহার শোকরিয়া স্বরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা প্রায় মৃত্যু সমতুল্য ঘুম হইতে সুস্থ সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহকারে জাগ্রত করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এত বেশী সদকা করার সামর্থ্য কে রাখে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক তাসবীহ সদকা প্রত্যেক তাকবীর সদকা, একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা ছদকা—এইরূপ অনেক ছদকার কথা বলিলেন।' এইরূপ অনেক হাদীসে মানুষের নিজের মধ্যে আল্লাহর বহু নেয়ামতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি সম্পর্কিত আরও যে সকল নেয়ামত সর্বক্ষণ ভোগ করা হইতেছে তাহা অতিরিক্তই রহিল।

পবিত্র কুরআনে সূরা 'তাকাছুর'-এ বর্ণিত হইয়াছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নেয়ামতের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রাযিঃ) বলেন, 'শরীর, কান ও চক্ষুর সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া এই সমস্ত নেয়ামত দিয়াছিলেন, তুমি এইগুলিকে আল্লাহর কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (নাকি চতুষ্পদ জন্তুর মত কেবল পেট পালার কাজে খরচ করিয়াছ?)'. সূরা বনী ইসরাঈলে এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ কান, চক্ষু, অন্তর সম্পর্কে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই সমস্ত জিনিস কোথায় ব্যবহার করিয়াছে?

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৬)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, চিন্তা হইতে মুক্ত থাকা ও শারীরিক সুস্থতাও আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত—এই সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক সুস্বাদু ও আনন্দদায়ক বস্তু নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত; এইগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, সুস্থতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কুরআনের আয়াত ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ, অতঃপর (সেই) দিন নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।) (সূরা তাকাসূর, আয়াত ঃ ৮)–এর অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গমের রুটি ও ঠাণ্ডা পানি এইগুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং বাসস্থান সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন কোন কোন ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে; আমাদের তো মাত্র আধা পেট রুটি মিলে, তাহাও যবের রুটি (পেট ভরিয়া খাওয়ার মত রুটিও জোটে না)। ওহী নাযিল হইল, তোমরা কি পায়ে জুতা পর না, তোমরা কি ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এইগুলিও তো আল্লাহর নেয়ামত। এক হাদীসে আসিয়াছে, উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর কোন শাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, খানাপিনার জন্য শুধু খেজুর আর পানি এই দুই জিনিসই জুটিয়া থাকে, (জেহাদের জন্য) সবসময় আমাদের তলোয়ার আমাদের কাঁধের উপর থাকে, (কোন না কোন কাফের) শত্রু সম্মুখে আছেই (যাহার ফলে এই দুই জিনিসেরও নিশ্চিন্তে ভোগ করা নছীব হয় না)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, শীঘ্রই প্রচুর নেয়ামত লাভ হইবে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, কেয়ামতের দিন যেই সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে সেইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছিলাম—(এই সুস্থতার কি হক আদায় করিয়াছ এবং ইহার মধ্যে আল্লাহকে রাজী–খুশী করার জন্য কি কাজ করিয়াছ?) আমি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তোমার পিপাসা নিবারণ করিয়াছি—ইহার কি হক আদায় করিয়াছ? (বাস্তবিকই ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত; যেখানে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যায় না সেখানকার লোকদেরকে ইহার কদর জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যাইবে। ইহা আল্লাহ তায়ালার এত বড় নেয়ামত যাহার কোন সীমা নাই কিন্তু ইহার শোকর আদায় করা তো দূরের কথা, বরং ইহা যে আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত এইদিকে আমরা লক্ষ্য করি না।)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, সেইগুলি হইল ঃ ঐ রুটির টুকরা যাহা দ্বারা পেট ভরা হয়, ঐ পানি যাহা দ্বারা পিপাসা দূর করা হয় এবং ঐ কাপড় যাহা দ্বারা শরীর ঢাকা হয়।

একবার দুপুরের সময় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) পেরেশান অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে পৌছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)ও একই অবস্থায় মসজিদে আসিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ)কে বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই সময় এখানে কেন? তিনি বলিলেন, ক্ষুধার জ্বালা আমাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কছম, একই জিনিস আমাকেও বাধ্য করিয়াছে যে, কোথাও যাই। তাহারা দুইজন এই বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় এখানে কেন? তাঁহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় আমরা পেরেশান হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমিও তো এই কারণেই আসিয়াছি। তিনজন একত্র হইয়া হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে পৌছিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার বিবি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গৌরব মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ আইয়ুব কোথায় গিয়াছে? বিবি বলিলেন, কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন; এখনই আসিয়া পড়িবেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ)ও আসিয়া খেদমতে হাজির হইলেন এবং আনন্দের

আতিশয্যে খেজুরের একটি বড় ছড়া কাটিয়া আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, সম্পূর্ণ ছড়া আনার কি প্রয়োজন ছিল, ইহাতে কাঁচা ও আধা পাকা খেজুরও আসিয়া গিয়াছে, শুধু পাকা খেজুরগুলি বাছিয়া আনিতে? তিনি বলিলেন, সবগুলি এইজন্য আনিয়াছি যে, সব রকমের খেজুরই সামনে রহিল যাহা পছন্দ হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। (কখনও পাকা খেজুরের চাইতে আধা পাকা খেজুর বেশী পছন্দ হয়।) খেজুরের ছড়াটি তাঁহাদের সামনে রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করিলেন এবং কিছু গোশত এমনিই ভুনিয়া লইলেন ও কিছু রান্না করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির মধ্যে সামান্য গোশত রাখিয়া আবূ আইয়ুব (রাযিঃ)কে দিয়া বলিলেন, ইহা ফাতেমার নিকট পৌঁছাইয়া দাও কারণ সেও কয়েকদিন যাবত খাওয়ার কিছু পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাইলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দেখ, এইগুলি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত—রুটি, গোশত এবং কাঁচা-পাকা সব রকমের খেজুর। এই কথা বলিতেই হুযূরের চক্ষু মোবারক হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং বলিলেন, ঐ পাক যাতের কছম, যাহার কুদরতি হাতে আমার জান, এইগুলিই সেই সমস্ত নেয়ামত যাহা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। (যেই চরম অবস্থায় এই জিনিসগুলি মিলিয়াছিল সেই হিসাবে) ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর নিকট ইহা অত্যন্ত ভারী মনে হইল এবং মনে চিন্তার উদয় হইল (যে, এইরূপ কষ্ট ও চরম অবস্থায় এইসব জিনিস মিলিয়াছে আর উহার উপরও প্রশ্ন ও হিসাব হইবে?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা একান্ত জরুরী—যখন এই জাতীয় জিনিসে হাত লাগাও তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ পড় এবং খাওয়া শেষ হইলে এই দোয়া পড়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছেন, আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন এবং অনেক বেশী দান করিয়াছেন।" শোকর আদায়ের জন্য এই দোয়া যথেষ্ট হইবে। এই ধরনের ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে, যাহা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন একবার আবুল হায়ছাম মালেক ইবনে তায়হান (রাযিঃ)–র

বাড়ীতেও তশরীফ নিয়া গিয়াছিলেন। ওয়াকেফী নামক আরও এক ব্যক্তির সহিতও এই রকম ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি কুষ্ঠরোগীও ছিল, অন্ধ, বধির এবং বোবাও ছিল। তিনি সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির মধ্যেও কি তোমরা আল্লাহর কোন নেয়ামত দেখিতেছ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তির নিকট কি নেয়ামত থাকিতে পারে? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সে কি সহজে পেশাব করিতে পারে না?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন তিনটি আদালত কায়েম হইবে ঃ এক আদালতে নেকীসমূহের হিসাব হইবে। আরেকটিতে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের হিসাব লওয়া হইবে। তৃতীয় দরবারে গোনাহের হিসাব লওয়া হইবে। নেকীসমূহ নেয়ামতের বিনিময়ে হইয়া যাইবে। আর গোনাহ বাকী থাকিয়া যাইবে। যাহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিবে। এই সবকিছুর অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালার যত নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে প্রতি শ্বাসে বান্দার উপর হইতেছে উহার শোকর আদায় করা, উহার হক আদায় করা বান্দার দায়িত্ব। এইজন্য যতবেশী সম্ভব নেকী হাছিল করার ব্যাপারে কোনরূপ কমি করিতে নাই এবং কামাই কোন (বেশী) পরিমাণকেও বেশী মনে করিতে নাই। কারণ, সেখানে যাওয়ার পর বুঝা যাইবে আমরা চোখ,কান, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা দুনিয়াতে কি পরিমাণ গোনাহ করিয়াছি ; অথচ সেইগুলিকে আমরা গোনাই মনে করি নাই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমাদের মধ্যে কেহই এমন নাই, যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে না। তখন মাঝখানে না কোন পর্দার আড়াল থাকিবে, না কোন দোভাষী (উকিল ইত্যাদি) থাকিবে। ডান দিকে তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ, বাম দিকেও তাকাইবে তো দেখিবে নিজের আমলের স্তূপ—ভাল–মন্দ যাহাকিছু আমল করিয়াছে উহা সবই সঙ্গে থাকিবে। জাহান্নামের আগুন সামনে থাকিবে। কাজেই যতদূর সম্ভব ছদকা দ্বারা জাহান্নামের আগুন নিভাও। যদিও খেজুরের টুকরাই হউক না কেন। এক হাদীসে আসিয়াছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে যে, আমি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিয়াছি, পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানি দিয়াছি। (তুমি এইগুলির কি হক আদায় করিয়াছ?)

আরেক হাদীসে আছে, ঐ পর্যন্ত মানুষ হিসাবের ময়দান হইতে

সরিতে পারিবে না যেই পর্যন্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করা হইবে? (১) হায়াত কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (২) যৌবনের শক্তি কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করিয়াছ? (৪) সম্পদ কিভাবে খরচ করিয়াছ (অর্থাৎ উপার্জন ও খরচ জায়েয পন্থায় করিয়াছ কি নাজায়েয পন্থায়)? (৫) যাহাকিছু এলেম হাছিল করিয়াছ (যেই পরিমাণই হোক না কেন) উহার উপর আমল কতটুকু করিয়াছ (অর্থাৎ যেইসমস্ত মাসায়েল জানা ছিল সেইগুলির উপর আমল করিয়াছ কি-না)?

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّيَ السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (رواه الترمذی والطبرانی فی الصغیر و لاوسط و زاد لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وقال الترمذی حسن غریب من هذا الوجه ورواه الطبرانی ایضًا باسناد واهٍ من حدیث سلمان الفارسی رض وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض مَرْفُوْعًا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ غُرِسَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ رواه الطبرانی واسناده حسن لاباس به فی المتابعات

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اُمّت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنّت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے (درخت) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں (جتنے کسی کا دل چاہے درخت لگالے) ایک حدیث میں اس کے بعد لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بھی ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت جنّت میں لگایا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ پڑھے گا ایک درخت جنّت میں لگایا جاوے گا. ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے حضرت اَبُوْهُرَيْرَةَ رض کو دیکھا کہ ایک

وَعَنْ جَابِرٍ رض مَرْفُوْعًا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ -

پودا لگارہے ہیں دریافت فرمایا کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں. ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جاویں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہر کلمہ سے ایک درخت جنّت میں لگتا ہے۔

(رواه الترمذی وحسنه والنسائی الا انه قال شجرة وابن حبان فی صحیحه والحاکم فی الموضعین باسنادین قال فی احدهما علی شرط مسلم وفی الاخر علی شرط البخاری وذکره فی الجامع الصغیر بروایة الترمذی وابن حبان والحاکم ورقم له بالصحة وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ يَغْرِسُ الحدیث رواه ابن ماجة باسناد حسن والحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب وعزاه فی الجامع الی ابن ماجة والحاکم رقم له بالصحة قلت وفی الباب من حدیث ابی ایوب رض مرفوعا رواه احمد باسناد حسن وابن ابی الدنیا وابن حبان فی صحیحه ورواه ابن ابی الدنیا والطبرانی من حدیث ابن عمر ایضا مرفوعا مختصرا الا ان فی حدیثهما الحوقلة فقط کما فی الترغیب قلت وذکر السیوطی فی الدر حدیث ابن عباس مرفوعا بلفظ حدیث ابن مسعود رض وقال اخرجه ابن مردویه وذکر ایضًا حدیث ابن مسعود رض وقال اخرجه الترمذی وحسنه والطبرانی وابن مردویه قلت وذکره فی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی ورقم له بالصحة وذکر فی مجمع الزوائد عدة روایات فی معنی هذا الحدیث)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, মেরাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের নিকট আমার সালাম বলিবেন এবং বলিবেন যে, জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র, উহার পানিও সুমিষ্ট কিন্তু উহা একেবারে খালি ময়দান। উহার চারা (গাছ) হইল ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। (যাহার যত ইচ্ছা গাছ লাগাইতে পারে।) (তিরমিযী, তাবারানী) এক হাদীসে উক্ত কালেমার পর 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে'ও রহিয়াছে। (তিরমিযী)

আরেক হাদীসে আছে, এই সমস্ত কালেমার এক একটির বিনিময়ে জান্নাতে একটি করিয়া গাছ লাগান হয়। (তাবারানী) এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আজীম ওয়াবিহামদিহী' পড়িবে উহার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হইবে। (তিরমিযী, নাসাঈ) এক হাদীসে আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন, পথে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ)কে একটি গাছের চারা লাগাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, গাছ লাগাইতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা হইতে উত্তম চারা লাগাইবার কথা আমি তোমাকে বলিব কি—'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ইহার প্রতিটি কালেমার বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়া যায়। (তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ, হাকেম)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছালাম পাঠাইয়াছেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যাহার কাছে এই হাদীস পৌঁছিবে, সে যেন এই ছালামের জবাবে বলে ঃ 'ওয়াআলাহিছ ছালাম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্'। হাদীসে উল্লেখিত 'জান্নাতের মাটি অতি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট হওয়া'র দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমটি হইল, উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র ঐ জায়গার অবস্থা বর্ণনা করা যে, উহা অতি উত্তম স্থান, যাহার মাটি সম্পর্কে হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, উহা মুশক ও জাফরানের। আর পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। এমন স্থানে সকলেই বাড়ী তৈরী করিতে চায়। তদুপরি আমোদ প্রমোদের জন্য যদি বাগান ইত্যাদি লাগানোর ব্যবস্থাও থাকে তবে এমন স্থান কে ছাড়িতে চায়। দ্বিতীয় অর্থ হইল, যে জায়গার মাটি উত্তম, পানিও উত্তম সেখানে গাছপালা খুব ভাল জন্মে। এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে যে, একবার ছুবহানাল্লাহ পড়িলেই সেখানে একটি গাছ লাগিয়া যাইবে। অতঃপর মাটি ও পানি উত্তম হওয়ার কারণে উক্ত গাছ নিজে নিজেই বড় হইতে থাকিবে। অর্থাৎ কেবল একবার বীজ বপন করিলেই চলিবে। অন্যান্য সমস্ত কাজ আপনা–আপনিই সমাধা হইয়া যাইবে।

উক্ত হাদীসে জান্নাতকে 'খালি ময়দান' বলা হইয়াছে অথচ অন্যান্য যে সমস্ত হাদীসে জান্নাতের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে সেইগুলিতে জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল ও গাছপালা ইত্যাদি থাকার কথা বলা হইয়াছে। বরং জান্নাত শব্দের অর্থই হইল বাগান। এইজন্য দৃশ্যতঃ প্রশ্ন জাগে। কোন কোন আলেম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ জান্নাত আসলে

খালি ময়দান ; কিন্তু নেক বান্দাকে যখন উহা দেওয়া হইবে তখন তাহার আমল হিসাবে উহাতে বাগান ও গাছপালা থাকিবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এই করিয়াছেন যে, জান্নাতের বাগান ইত্যাদি আমল অনুপাতে লাভ হইবে, অতএব যখন ঐগুলি আমলের কারণে এবং আমল অনুপাতে মিলিবে তখন যেন আমলই বাগান ও গাছপালার কারণ হইল।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, একজন জান্নাতী কমপক্ষে এই দুনিয়ার কয়েকগুণ বড় জান্নাত লাভ করিবে। উহার অনেক অংশে প্রথম হইতেই আসল বাগান বিদ্যমান আছে আর কিছু অংশ খালি পড়িয়া আছে। যে যত পরিমাণ যিকির, তাছবীহ ইত্যাদি পড়িবে তাহার জন্য তত পরিমাণ বাগ–বাগিচা আরও লাগিয়া যাইবে। শায়খুল মাশায়েখ হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ)এর উক্তি 'কাউকাবুদ–দুররী' নামক কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, জান্নাতের সমস্ত গাছ খামীর আকারে এক জায়গায় জড় হইয়া আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমল হিসাবে উহা তাহার অংশের জমিতে লাগিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫) عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَالَهُ اللَّیْلُ اَنْ یُّکَابِدَهٗ اَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ یُّنْفِقَهٗ اَوْجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ یُّقَاتِلَهٗ فَلْیُکْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهَا اَحَبُّ اِلَی اللّٰهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ یُّنْفِقُهٗ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ.

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو، یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو اس کو چاہیئے کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ کثرت سے پڑھا کرے کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے.

(رواه الفریابی والطبرانی واللفظ له وهو حدیث غریب ولا بأس باسناده انشاء اللّٰه کذا فی الترغیب وفی مجمع الزوائد رواه الطبرانی وفیه سلیمان بن احمد الواسطی وثقه عبدان وضعفه الجمهور والغالب علی بقیة رجاله التوثیق وفی الباب عن ابی هریرةؓ مرفوعًا اخرجه ابن مردویه وابن عباس ایضًا عند ابن مردویه کذا فی الدر)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি

রাত্রের কষ্ট সহ্য করিতে ভয় পায় (অর্থাৎ রাত্রি জাগরণ করতঃ ইবাদতে মশগুল হইতে অক্ষম) অথবা কৃপণতার কারণে মাল খরচ করা কঠিন হয় অথবা কাপুরুষতার কারণে জেহাদের হিম্মত হয় না, সে যেন ছুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বেশী বেশী করিয়া পড়ে। কেননা, এই কালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার চাইতেও বেশী প্রিয়। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী! যাহারা সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্যও সওয়াব ও উচ্চমর্যাদা লাভের দরজা বন্ধ করেন নাই। রাত্রি জাগরণ সম্ভব হয় না, কার্পণ্যের কারণে টাকা-পয়সা খরচ করা হয় না, কাপুরুষতার কারণে জেহাদের মত মোবারক আমল হয় না, এতদসত্ত্বেও যদি অন্তরে দ্বীনের কদর ও আখেরাতের ফিকির থাকে তবে তাহার জন্যও রাস্তা খোলা রহিয়াছে। তবুও যদি কিছু কামাই করিতে না পারে তবে ইহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? পূর্বে এই বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(٦) عَنْ سَمُرَةَ رضـ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

حضورؐ کا ارشاد ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے ہیں سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں) ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔

(رواہ مسلم وابن ماجۃ والنسائی وزادوھن من القرآن ورواہ النسائی ایضًا وابن حبان فی صحیحہ من حدیث ابی ھریرۃ رضـ کذا فی الترغیب وعزا السیوطی حدیث سمرۃ الی احمد ایضًا ورقم لہ بالصحۃ وحدیث ابی ھریرۃ رضـ الی مسند الفردوس للدیلمی ورقم لہ ایضًا بالصحۃ)

(৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে প্রিয় কালাম হইল চারটি কালেমা ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। এইগুলির মধ্যে যে কোনটি ইচ্ছা আগে এবং যে কোনটি ইচ্ছা পরে পড়া যাইতে পারে (কোন খাছ তরতীব নাই)। এক হাদীসে আছে,

এই কালেমাগুলি কুরআন পাকেও রহিয়াছে। (তারগীব ঃ মুসলিম, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কুরআন পাকেও এই কালেমাগুলি বহু জায়গায় আসিয়াছে। এইগুলি পড়ার হুকুম ও উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমরা ঈদসমূহকে এই সমস্ত কালেমা দ্বারা সুসজ্জিত কর। অর্থাৎ এইগুলি বেশী পরিমাণে পড়াই হইল ঈদের সৌন্দর্য।

(٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اِنَّ الْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ مَا ذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتُحَمِّدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مالدار سارے بلند درجے لے اُڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت اُنہیں کے حصہ میں آگئی۔ حضورؐ نے فرمایا کیوں. عرض کیا کہ نماز روزہ میں تو یہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمھیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک ان ہی اعمال کو نہ کرے صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ ۳۳، ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے (اُنھوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے

فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ۔ مالدار بھائیوں نے بھی سُن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے حضورؐ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتے اس کو کون روک سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصّہ ذکر کیا گیا اس میں حضورؐ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لئے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم مقام بنا رکھا ہے سُبْحَانَ اللهِ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے صحابہؓ نے تعجّب سے عرض کیا یا رسول اللہ بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کرے اور یہ صدقہ ہو جائے حضورؐ نے فرمایا اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں صحابہؓ نے عرض کیا ضرور ہوگا. ارشاد فرمایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے .

(متفق علیه ولیس قول ابی صالح الیٰ اخرہ الا عند مسلم وفی روایة للبخاری تُسَبِّحُوْنَ فِیْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّ تُحَمِّدُوْنَ عَشْرًا وَّ تُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا بَدَلَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ كذا فی المشكوٰة وعن ابی ذرؓ بنحو هٰذا الحديث وفيه اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَّبِكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَّفِیْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ يَاْتِیْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهٗ يَكُوْنُ لَهٗ فِيْهَا اَجْرٌ الحديث اخرجه احمد وفی الباب عن ابی الدرداء عند احمد)

(৭) একদা গরীব মোহাজের সাহাবীগণ একত্র হইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা সকল উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কেমন করিয়া? তাহারা আরজ করিলেন, নামায, রোযায় তো তাহারা আমাদের সহিত শরিক রহিয়াছে, আমরাও করি তাহারাও করে; কিন্তু তাহারা মালদার হওয়ার কারণে ছদকা করে, গোলাম আজাদ করে; আর আমরা এইসব বিষয়ে অক্ষম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার উপর আমল করিয়া তোমরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধরিয়া ফেলিবে এবং পরবর্তীদের হইতেও আগে চলিয়া যাইবে, আর কেহ এই আমলগুলি করা ব্যতীত তোমাদের চেয়ে উত্তম হইবে না? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, নিশ্চয় আমাদিগকে বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া

পড়িতে থাক। তাঁহারা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই জামানার মালদার লোকেরাও একই নমুনার ছিলেন, খবর জানিতে পারিয়া তাহারাও পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গরীব মোহাজেরগণ পুনরায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মালদার ভাইয়েরাও ইহা শুনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন, কে বাধা দিতে পারে? (বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসেও উক্ত ঘটনা অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের জন্যও আল্লাহ তায়ালা ছদকার সমতুল্য আমল রাখিয়াছেন। ছুবহানাল্লাহ একবার বলা ছদকা, আল-হামদুলিল্লাহ একবার বলা ছদকা, স্ত্রীর সহিত সহবাস করা ছদকা। সাহাবীগণ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীসহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়; ইহাও ছদকা হইয়া যাইবে! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যদি সে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয় তবে কি তাহার গোনাহ হইবে না? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, অবশ্যই হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এমনিভাবে হালালের মধ্যে ছদকা ও ছওয়াব রহিয়াছে। (আহমদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার নিয়তে স্ত্রীসহবাস নেকী ও ছওয়াবের কারণ হইবে। এই ঘটনা সম্পর্কিত অন্য এক হাদীসে স্ত্রী সহবাসে নিজের খাহেশ মিটানো হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে,—'বল দেখি—যদি সন্তান জন্ম লাভ করে অতঃপর সে যৌবনে পৌঁছে আর তোমরা তাহার সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ কর এমন সময় সে মারা যায়, তবে কি তোমরা ছওয়াবের আশা করিবে না? সাহাবীগণ বলিলেন, অবশ্যই ছওয়াবের আশা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কেন? তোমরা কি তাহাকে পয়দা করিয়াছ? তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলে? তোমরা কি তাহাকে রিযিক দান করিয়াছিলে? না, বরং আল্লাহ পাকই পয়দা করিয়াছেন, তিনিই হেদায়াত দান করিয়াছেন, তিনিই রিযিক দিয়াছেন। অনুরূপভাবে সহবাসের দ্বারা তোমরা বীর্যকে হালাল স্থানে রাখিয়া থাক অতঃপর উহা আল্লাহ তায়ালার কব্জায় চলিয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে জিন্দা করেন অর্থাৎ উহা

দ্বারা সন্তান পয়দা করেন অথবা উহার মৃত্যু ঘটান সন্তান পয়দা করেন না।' এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, সহবাস সন্তান লাভের কারণ হয় বলিয়াই নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه مسلم كذا فى المشكوٰة وكذا فى مسند احمد)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ، اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ پڑھے۔ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے جھاگ۔

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

পড়িবে সেই ব্যক্তির গোনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া যায়। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ গোনাহসমূহের ক্ষমার ব্যাপারে পূর্বে কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এইসব গোনাহ বলিতে আলেমদের মতে ছগীরা গোনাহ বুঝায়। এই হাদীসে তিনটি কালেমা ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার আসিয়াছে। পরবর্তী হাদীসে দুই কালেমা ৩৩ বার করিয়া এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার আসিতেছে। হযরত জায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করিয়া পড়ার হুকুম করিয়াছিলেন। এক আনছারী সাহাবী স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, প্রত্যেকটি কালেমা পঁচিশবার করিয়া পড় এবং এইগুলির সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহও পঁচিশ বার পড়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট এই স্বপ্নের কথা আরজ করিলে তিনি ইহা কবুল করিয়া নেন এবং এইরূপ করার অনুমতি প্রদান করেন।

এক হাদীসে ছুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিন কালেমাকে প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করিয়া পড়ার হুকুম করা হইয়াছে। আরেক হাদীসে ১০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার বাকী তিন কালেমা প্রত্যেকটি ৩৩ বার বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত চার কালেমা ১০০ বার করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত রেওয়ায়াত 'হিসনে হাসীন' কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংখ্যার এই পার্থক্য মানুষের বাহ্যিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। অবসর ও ব্যস্ততা হিসাবে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। যাহারা অন্যান্য জরুরী কাজে মশগুল থাকে তাহাদের জন্য কম সংখ্যা আর যাহারা অবসর তাহাদের জন্য বেশী নির্ধারণ করা হইয়াছে। মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত এই যে, হাদীসে যেই সমস্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিকে বজায় রাখা জরুরী। কেননা যেই জিনিস ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় উহাতে পরিমাণ ঠিক রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَّاَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چند پیچھے آنے والے (کلمات) ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللہِ ۳۳ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۳۴ مرتبہ اللہُ اَکْبَرُ۔

(رواہ مسلم كذا فى المشكوٰة وعزاه السيوطى فى الجامع الى احمد ومسلم والترمذى والنسائى ورقم له بالضعف وفى الباب عن ابى الدرداء عند الطبرانى)

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, কতিপয় পশ্চাদগামী কালেমা এমন রহিয়াছে যে, যাহার পাঠকারী বিফল হয় না। সেই কালেমাগুলি হইল ঃ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। (মিশকাত ঃ মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই কালেমাগুলিকে 'পশ্চাদগামী' হয়ত বা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এইগুলিকে নামাযের পর পড়া হয়। অথবা এইজন্য যে,

গোনাহের পর এইগুলি পড়ার দ্বারা গোনাহকে ধৌত করিয়া দেয় ও মিটাইয়া দেয়। অথবা এইজন্য যে, এই কলেমাগুলি একটির পর আরেকটি পড়া হয়। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমাদেরকে নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার করিয়া এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ার হুকুম করা হইয়াছে।

(১০) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلاً قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ اُحد (جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) کے برابر عمل کر لیا کرے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے) حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے صحابہؓ نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب اُحد سے زیادہ ہے، لا الٰہ الا اللہ کا اُحد سے زیادہ ہے، الحمد للہ کا اُحد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا اُحد سے زیادہ ہے۔

(للکبیر والبزار کذا فی جمع الفوائد والیہما عزاہ فی الحصن ومجمع الزوائد وقال رجالہما رجال الصحیح)

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যে প্রতিদিন ওহুদ (যাহা মদীনা মুনাওয়ারার একটি পাহাড়ের নাম) পরিমাণ আমল করিবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে ইহার ক্ষমতা রাখে যে, (এত বড় পাহাড় পরিমান আমল করিবে)? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমতা রাখে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা কিভাবে হইতে পারে? এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, আলহামদুলিল্লাহ এর সওয়াব ওহুদ হইতে বেশী, আল্লাহু আকবার-এর ছওয়াব ওহুদ হইতে বেশী।

(জামউল-ফাওয়ায়িদ ঃ তাবারানী, বাযযার)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ এই কালেমাগুলির প্রত্যেকটিই এমন যে, উহার ছওয়াব ওহুদ পাহাড় হইতে বেশী। এক পাহাড় কেন, না জানি কত পাহাড় হইতে বেশী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ সমস্ত আসমান ও জমিনকে ছওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, সুবহানাল্লাহ এর সওয়াব পাল্লার অর্ধেক, আল-হামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পূর্ণ করিয়া দেয়, আর আল্লাহু আকবার আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আমার নিকট এরূপ সকল বস্তু হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদয় হয়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, সমস্ত দুনিয়া আল্লাহর জন্য খরচ করিয়া দেওয়া হইতেও ইহা বেশী প্রিয়। কথিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁহার হাওয়াই তখতে চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পাখীরা তাঁহার উপর ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল এবং জিন ও মানুষ ইত্যাদির লশকর দুই সারিতে ছিল। তাঁহার এই তখত এক আবেদ ব্যক্তির উপর দিয়া অতিক্রম করিল। সে হযরত সুলাইমান (আঃ)এর এই বিশাল ও ব্যাপক রাজত্বের প্রশংসা করিল। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, মুমিনের আমলনামায় এক তসবীহ সুলায়মানের সমস্ত রাজত্ব হইতে উত্তম। কেননা সুলায়মানের রাজত্ব একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে আর এক তসবীহ চিরকাল থাকিবে।

(১১) عَنْ أَبِي سَلَامٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَخٍّ بَخٍّ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ پانچ چیزیں (اعمالنامہ تلنے کی ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں لا الٰہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اور وہ بچہ جو مر جائے اور باپ (اسی طرح ماں بھی) اس پر صبر کرے۔

(الحدیث اخرجہ احمد فی مسندہ ورجالہ ثقات کما فی مجمع الزوائد والحاکم وقال صحیح الاسناد واقرہ علیہ الذہبی وذکرہ فی الجامع الصغیر بروایۃ البزار عن ثوبان وبروایۃ النسائی وابن حبان والحاکم عن ابی سلمٰی وبروایۃ احمد عن

ابی امامة ورقم له بالحسن۔ وذکرہ فی مجمع الزوائد بروایة ثوبان وابی سلمٰی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسفینة ومولی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسم وصحح بعض طرقہا)

(১১) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, বাহ্ বাহ্! পাঁচটি জিনিস আমলনামা ওজনের পাল্লায় কত বেশী ওজনী হইবে! সেইগুলি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ এবং ঐ সন্তান যে মারা যায় আর পিতা (এমনিভাবে মাতাও) উহার উপর ছবর করে।

(মাজমাউয-যাওয়ায়িদ ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টি কয়েকজন সাহাবী হইতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্ বাহ্ অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ প্রকাশের জন্য বলা হয়। যে জিনিস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুশী ও আনন্দের সহিত বর্ণনা করিতেছেন এবং দান করিতেছেন। উহার উপর জীবন উৎসর্গ করা মহববতের দাবীদারদের জন্য কর্তব্য নয় কি? বস্তুতঃ ইহাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আনন্দের মর্যাদা দান ও সমাদর।

(۱۲) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ نُوْحٌ لِّابْنِهٖ اِنِّيْ مُوْصِيْكَ بِوَصِيَّةٍ وَّقَاصِرُهَا لِكَيْ لَا تَنْسَاهَا اُوْصِيْكَ بِاثْنَيْنِ وَاَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ اَمَّا الَّتِيْ اُوْصِيْكَ بِهِمَا فَيَسْتَبْشِرُ اللهُ بِهِمَا وَصَالِحُ خَلْقِهٖ وَهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوْجَ عَلَى اللهِ اُوْصِيْكَ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَوْ كَانَتَا حَلْقَةً قَصَمَتْهُمَا وَلَوْ كَانَتَا فِيْ كِفَّةٍ وَزَنَتْهُمَا وَاُوْصِيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهُمَا صَلٰوةُ الْخَلْقِ وَ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ نہایت مختصر کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دو۲ کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں جن ۲ دو کاموں کے کرنے کی وصیت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے یہاں رسائی (اور مقبولیت) بھی بہت زیادہ ہے ان دو۲ میں سے ایک لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ہے کہ اگر تمام

بِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا وَاَمَّا اللَّتَانِ اَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَيَحْتَجِبُ اللهُ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهٖ اَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ۔

آسمان اور زمین ایک حلقہ ہو جائیں تو بھی یہ پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسمان پر جائے بغیر نہ رہے اور اگر تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پاک کلمہ ہو تب بھی وہی پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ کا پڑھنا ہے کہ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے نہیں ہو اور جن دو چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔

(رواہ النسائی واللفظ له والبزار والحاکم من حدیث عبد الله بن عمرو وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب قلت وقد تقدم فی بیان التهلیل حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا وتقدم فیه ایضا ما فی الباب ونقدم فی الآیات قوله عز اسمه وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ الآیة واَخرَجَ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ وَاَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهٖ نُوْحٌ ابْنَهٗ اِنَّ نُوْحًا قَالَ لِابْنِهٖ يَا بُنَيَّ اٰمُرُكَ اَنْ تَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ فَاِنَّهَا صَلٰوةُ الْخَلْقِ وَتَسْبِيْحُ الْخَلْقِ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ واَخرَجَ احمد وابن مردویه عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا اِنَّ نُوْحًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنَيْهِ اٰمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَاِنَّهَا صَلٰوةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ کذا فی الدر)

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, হযরত নূহ (আঃ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, আমি তোমাকে নসীহত করিতেছি এবং যাহাতে ভুলিয়া না যাও সেইজন্য অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। আর উহা এই যে, দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি এবং দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। যে দুইটি কাজ করার অসিয়ত করিতেছি তাহা এমন যে, আল্লাহ তায়ালা উহাতে অত্যন্ত খুশী হন, আল্লাহ তায়ালার নেক মাখলুকও খুশী হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুই কাজের কবুলিয়াতও অনেক বেশী। তন্মধ্যে একটি হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি সমস্ত আসমান ও জমীন একত্র হইয়া একটি গোলাকার বৃত্ত হইয়া যায় তবুও এই পাক কালেমা উহাকে ভেদ করিয়া আসমানের উপর পৌছিয়া

যাইবে। আর সমস্ত আসমান ও জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর দ্বিতীয় পাল্লায় এই পাক কালেমাকে রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ঝুঁকিয়া যাইবে। আর দ্বিতীয় যে কাজটি করিতে হইবে উহা হইল— 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' পড়া। কেননা, এই কালেমা সমস্ত মখলূকের এবাদত। আর ইহারই বরকতে সমস্ত মখলূককে রিযিক দান করা হয়। মখলুকের মধ্যে কোন জিনিস এমন নাই যে, আল্লাহর তাসবীহ পড়ে না কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা বুঝিতে পার না।

আর যে দুই কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উহা হইল, শিরক ও অহংকার। কেননা, এই দুই কাজের কারণে আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে পর্দা পড়িয়া যায় এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সহিতও পর্দা হইয়া যায়।

(তারগীব ঃ নাসাঈ)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বর্ণনাতেও এই হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে তাসবীহ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কুরআন পাকের আয়াতেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৪৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে মেরাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আসমানসমূহের তাসবীহ পড়া শুনিয়াছেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট গমন করিলেন, যাহারা নিজেদের ঘোড়া ও উটের উপর দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা জানোয়োরসমূহকে মিম্বর ও কুরসী বানাইও না। কেননা, অনেক জানোয়ার আরোহণকারীদের হইতে উত্তম এবং তাহাদের চাইতে বেশী আল্লাহর যিকির করিয়া থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ক্ষেতের ফসলও আল্লাহর যিকির করে এবং ক্ষেতের মালিক উহার ছওয়াব লাভ করে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক পেয়ালা 'ছারীদ' (গোশত-রুটি মিশান এক প্রকার খাদ্য) পেশ করা হইল। তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, এই খাদ্য তাসবীহ পড়িতেছে। কেহ আরজ করিল, আপনি উহার তাসবীহ বুঝিতেছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হাঁ বুঝিতেছি। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, ইহা অমুকের নিকটে নিয়া যাও। তাহার নিকট নেওয়া হইলে সেও উহার তাসবীহ শুনিতে পাইল। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট এইরূপ করা হইলে

সেও শুনিতে পাইল। কেহ দরখাস্ত করিল, মজলিসের সকলকেই শুনানো হউক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি শুনিতে না পায় তবে লোকেরা তাহাকে গোনাহগার মনে করিবে। এইসব জিনিসের সম্পর্ক কাশফের সহিত। আর নবীগণের তো কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) পুরাপুরিই হাসিল ছিল এবং থাকার কথাও। সাহাবায়ে কেরামেরও অনেক সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে ও সান্নিধ্যের নূরের বদৌলতে কাশ্‌ফ হাসিল হইত ; শত শত ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। সূফীগণেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অধিক মোজাহাদার কারণে কাশ্‌ফ হাসিল হয়। ফলে, তাঁহারা প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তুর তাসবীহ তাহাদের ভাষা ও কথাবার্তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু মোহাক্কেক মাশায়েখগণের মতে ইহা কামেল হওয়ার দলীল নয় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভেরও কারণ নয়। কেননা যে কোন লোক মোজাহেদা করিয়া ইহা হাসিল করিতে পারে। চাই সেই ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল হউক বা না হউক। কাজেই মোহাক্কেকগণ এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন না। বরং এই হিসাবে তাহারা ইহাকে ক্ষতিকর মনে করেন যে, প্রাথমিক দরজার সাধক যখন ইহাতে লাগিয়া যায়, তখন দুনিয়া পরিভ্রমণের এক আগ্রহ জন্মিয়া তাহার উন্নতির জন্য বাধা হইয়া যায়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)-এর কোন এক খাদেম সম্পর্কে আমার জানা আছে, যখন তাহার কাশফের অবস্থা শুরু হইতে লাগিল, তখন হযরত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কিছুদিনের জন্য তাহার যিকির-আযকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে এই অবস্থার উন্নতি হইতে না পারে। ইহা ছাড়া কাশফ দ্বারা অন্যের গোনাহসমূহ প্রকাশিত হইয়া অন্তর কলুষিত হওয়ার কারণ হয়। বিধায় এই সকল বুযুর্গগণ ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চান। আল্লামা শা'রানী (রহঃ) মীজানুল কুবরা নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কাহাকেও ওজূ করিতে দেখিলে ওজূর পানিতে ধৌত হইয়া যাওয়া গোনাহ দেখিতে পাইতেন এবং গোনাহটি কবীরা না ছগীরা অথবা মকরূহ না অনুত্তম তাহাও অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।

যেমন একবার তিনি কুফার জামে মসজিদের অজুখানায় উপস্থিত ছিলেন। এক যুবক অযু করিতেছিল। তিনি তাহার অজুর পানি দেখিয়া চুপে চুপে তাহাকে নসীহতস্বরূপ বলিলেন, বেটা! তুমি মা-বাপের নাফরমানী হইতে তওবা কর। তখন সে তওবা করিয়া নিল। আরেক

ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নসীহত করিলেন, ভাই! জেনা করিও না ; ইহা অত্যন্ত খারাপ কাজ। সেও তখন জেনা হইতে তওবা করিল। আরেক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার ওজূর পানি হইতে মদ্যপান ও অবৈধ আমোদ–প্রমোদের গোনাহ ঝরিতেছে। তিনি তাহাকেও নসীহত করিলেন। সেও তওবা করিল। ইহার পর ইমাম সাহেব আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমি মানুষের দোষ–ত্রুটি জানিতে চাই না ; এই জিনিস আমার মধ্য হইতে দূর করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবূল করিলেন এবং এই অবস্থা দূর হইয়া গেল। কথিত আছে যে, ঐ সময় ইমাম সাহেব ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। কেননা, যখন ঐ পানি পঁচা ও দুর্গন্ধময় দেখা যাইতেছে, তখন উহাকে কি করিয়া পাক বলিয়া ফতওয়া দিবেন? কিন্তু যখন এই অবস্থা দূর হইয়া গেল তখন উহাকে নাপাক বলাও ছাড়িয়া দিলেন।

আমাদের হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এর এক খাদেমের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি পেশাব–পায়খানায় যাইতে পারিতেন না। কারণ, যেখানেই যাইতেন সেখানেই তিনি নূর দেখিতে পাইতেন। এই ধরনের আরও শত সহস্র ঘটনা আছে, যেইগুলির বাস্তবতা ও সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, যাহারা যেই পরিমাণ কাশফের অংশ পাইয়াছেন, সেই অনুপাতে তাহারা বিভিন্ন অবস্থা জানিতে পারিতেন।

(۱۳) عَنْ اُمِّ هَانِئٍؓ قَالَتْ مَرَّ بِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ کَبِرْتُ وَضَعُفْتُ اَوْ کَمَا قَالَتْ فَمُرْنِیْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهٗ وَاَنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبِّحِی اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِیْحَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِیْنَهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِیْلَ وَاحْمَدِی اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِیْدَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِیْنَ عَلَیْهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَکَبِّرِی اللّٰهَ مِائَةَ تَکْبِیْرَةٍ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ

حضرت اُمِّ ہانی رضؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسُولَ اللہ میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور ضعیف ہوں کوئی ایسا عمل بتادیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں ۔ حضورؐ نے فرمایا سُبحَانَ اللّٰہِ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو ۔ اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سَوْ غلام عرب آزاد کئے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سَوْ گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لئے دیدیئے اور اَللّٰہُ اَکْبَرُ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو یہ ایسا ہے گویا تم نے سَوْ اونٹ

مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِی اللّٰهَ مِائَةَ تَهْلِیْلَةٍ قَالَ اَبُوْخَلَفٍ اَحْسِبُهٗ قَالَ تَمْلَاُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَا یُرْفَعُ لِاَحَدٍ عَمَلٌ اَفْضَلُ مِمَّا یُرْفَعُ لَكِ اِلَّا اَنْ یَّاْتِیَ بِمِثْلِ مَا اَتَیْتِ۔

قربانی میں ذبح کئے اور وہ قبول ہوگئے اور لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سَوْ مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو ۔ حضرت اَبُو رافع رضؓ کی بیوی حضرت سَلمٰیؓ نے بھی حضورؐ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ مختصر سا بتا دیجئے زیادہ لمبا نہ ہو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ دَسْ مرتبہ پڑھا کرو اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے پھر سُبْحَانَ اللّٰہِ دَسْ مرتبہ کہا کرو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے پھر اَللّٰہُمَّ اغْفِرْلِیْ دَسْ مرتبہ پڑھا کرو حق تعالیٰ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مغفرت کردی ۔ دَسْ مرتبہ تم اَللّٰہُمَّ اغْفِرْلِیْ کہو دَسْ مرتبہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کردی)

(رواه احمد باسناد حسن واللفظ له والنسائی ولم یقل ولا یرفع الی آخره والبیهقی بتمامه وابن ابی الدنیا فجعل ثواب الرقاب فی التحمید والفرس فی التسبیح وابن ماجة بمعناه باختصار والطبرانی فی الکبیر بنحو احمد ولم یقل احسبه وفی الاوسط باسناد حسن بمعناه کذا فی الترغیب باختصار قلت رواه الحاکم بمعناه وصححه وعزاه فی الجامع الصغیر الی احمد والطبرانی والحاکم ورقم له بالصحة وذکره فی مجمع الزوائد بطرق وقال اسانیدهم حسنة وفی الترغیب ایضا عن ابی امامة مرفوعا بنحو حدیث الباب مختصرا وقال رواه الطبرانی ورواته رواة الصحیح خلا سلیم بن عثمان الفوزی یکشف حاله فانه لا یحضرنی الآن فیه جرح ولا عدالة اه وفی الباب عن سلمٰی ام بنی ابی رافع قالت یارسول الله اخبرنی بکلمات ولا تکثر علی الحدیث مختصرا وفیه التکبیر والتسبیح عشرا عشرا واللهم اغفرلی عشرا قال المنذری رواه الطبرانی ورواته محتج بهم فی الصحیح اه قلت وبمعناه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِ مَنْ سَبَّحَ لِلّٰهِ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِیِّ کَانَ کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ الحدیث وجعل فیه التحمید کمن حمل علی مائة فرس والتهلیل کمن اعتق مائة رقبة من ولد اسمٰعیل ذکره فی المشکوة بروایة الترمذی وقال حسن غریب)

(১৩) হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছি। এমন কোন আমল বলিয়া দিন, যাহা বসিয়া করিতে থাকিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ একশতবার পড় ; ইহার ছওয়াব এমন যেন তুমি একশত আরবী গোলাম আজাদ করিয়া দিলে। আল–হামদুলিল্লাহ একশতবার পড় ; ইহার ছওয়াব এমন যেন তুমি একশত ঘোড়া মাল–আছবাব ও লাগাম ইত্যাদি সহ জেহাদে সওয়ারীর জন্য দান করিয়া দিলে। আল্লাহু আকবার একশতবার পড় ; ইহা এমন যেন তুমি একশত উট কুরবানী স্বরূপ জবাই করিলে আর উহা কবূল হইয়া গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশতবার পড় ; ইহার ছওয়াব তো সমস্ত আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরিয়া দেয়। ইহার চাইতে অধিক মকুবল আর কাহারও কোন আমল নাই। হযরত আবু রাফে' (রাযিঃ)–র স্ত্রী হযরত সালমা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত ওজীফা বলিয়া দিন, যাহা বেশী লম্বা না হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহু আকবার দশবার পড় ; আল্লাহ তায়ালা ইহার জবাবে বলেন, ইহা আমার জন্য। অতঃপর সুবহানাল্লাহ দশবার পড় ; ইহার জবাবেও আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা আমার জন্য। অতঃপর আল্লাহুম্মাগফির লী দশবার পড়। ইহার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হাঁ আমি মাফ করিয়া দিলাম। দশবার তুমি আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী বল (দশবারই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাফ করিয়া দিলাম।)

(তারগীব ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ দুর্বল ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত জিনিস নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। দেখুন এইরূপ সংক্ষিপ্ত আমল যাহার জন্য তেমন কোন কষ্ট করিতে হয় না বা চলাফেরা করিতে হয় না অথচ কত বড় বড় ছওয়াবের ওয়াদা রহিয়াছে। কত বড় দুর্ভাগ্য হইবে যদি এইগুলি হাসিল না করা হয়।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, সুবহানাল্লাহ,

আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার দশবার করিয়া পড় অতঃপর যাহা ইচ্ছা দোয়া কর। আরেক হাদীসে ইহার পর বলিয়াছেন, যাহা ইচ্ছা দোয়া কর। আল্লাহ তায়ালা ঐ দোয়ার উপর বলেন, হাঁ হাঁ (আমি কবুল করিলাম)। কত সহজ ও সাধারণ শব্দ যাহা না মুখস্থ করিতে হয়, না উহার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। সারাদিন আমরা বেহুদা কথাবার্তায় কাটাইয়া দেই, যদি ব্যবসার লেনদেনের সহিত দোকানে বসিয়া বসিয়া অথবা ক্ষেতখামারে জমিনের কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া মুখে এই সমস্ত তসবীহ পড়িতে থাকি তবে দুনিয়া কামাইয়ের সাথে সাথে আখেরাতের কতবড় দৌলত হাসিল হইতে পারে।

(١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً يَّطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَآءِ فَاِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعَدُوْا اِلَى السَّمَآءِ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَّكَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ كَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْٓا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَّاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بُلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں اللہ جل جلالہٗ باوجودیکہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید (بڑائی بیان کرنے اور تعریف کرنے) میں مشغول تھے ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا عرض

أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَّأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً فَيَقُوْلُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ وہ جنّت چاہتے ہیں اِرشاد ہوتا ہے کیا اُنھوں نے جنّت کو دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں اِرشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنّا اور اس کی طلب میں لگ جاتے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے عرض کرتے ہیں کہ جہنّم سے پناہ مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا اُنھوں نے جہنّم کو دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو ہے نہیں ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے ارشاد ہوتا ہے اچھّا تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخشدیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقًا اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا لہٰذا اس کو بھی بخش دیا)

(رواه البخاری ومسلم والبیهقی فی الاسماء والصفات كذا فی الدر والمشكوة)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে, যাহারা পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। যেখানেই তাহারা আল্লাহর যিকিরকারী লোকদেরকে দেখিতে পায়, তাহারা পরস্পর একে অপরকে ডাকিয়া সকলেই জমা হইয়া যায় এবং যিকিরকারীদের চতুর্দিকে আসমান পর্যন্ত জমা হইতে থাকে। যখন ঐ মজলিস শেষ হইয়া যায়, তখন তাহারা আসমানে উঠিয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের অমুক জামাতের নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদে

(মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসায়) মশগুল ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! তাহারা আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা যদি আমাকে দেখিত, তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা আরও বেশী এবাদতে মশগুল হইত এবং আরও বেশী আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন হইত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি চায়? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জান্নাত চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি জান্নাত দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা তো জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা যদি জান্নাত দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী শওক ও আকাঙ্খা সহকারে উহা পাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কোন্ জিনিস হইতে পানাহ চাহিতেছিল? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিতেছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহারা কি জাহান্নাম দেখিয়াছে? ফেরেশতারা আরজ করে, তাহারা জাহান্নাম দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতারা আরজ করে, আরও বেশী উহা হইতে পলায়ন করিত এবং বাঁচার চেষ্টা করিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক আমি ঐ মজলিসের সকলকে মাফ করিয়া দিলাম। এক ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি ঐ মজলিসে ঘটনাক্রমে নিজের কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল ; সে উহাতে শরীক ছিল না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহা এমন মোবারক জামাত, যাহাদের সহিত উপবেশনকারীও বঞ্চিত হয় না। (কাজেই তাহাকেও মাফ করিয়া দিলাম।)

(মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাদের একটি জামাত যিকিরের মজলিস, যিকিরকারী জামাত ও ব্যক্তিদেরকে তালাশ করিতে থাকে। যেখানেই পায়, সেখানেই তাহারা বসিয়া যায় এবং যিকির শুনিতে থাকে। যেমন প্রথম অধ্যায়ের ৮ নম্বর হাদীসে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া যিকিরকারীদের কথা কেন আলোচনা করেন, ইহার কারণও সেই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। মজলিসে একব্যক্তি এমনও ছিল যে, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। ফেরেশতাদের এরূপ আরজ করার উদ্দেশ্য হইল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা। কারণ এই সময় ফেরেশতারা সাক্ষীর পর্যায়ে রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত

লোকদের ইবাদত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই কারণে উক্ত ব্যক্তির অবস্থা ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ; যাহাতে কোনরূপ প্রশ্ন হইতে না পারে। কিন্তু ইহা আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানী যে, যিকিরকারীদের বরকতে তাহাদের নিকট নিজ প্রয়োজনে উপবেশনকারীকেও মাহরূম করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (پ ١١ سورہ توبہ رکوع ١٥)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।" (সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ১১৯)

সূফীগণ বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাক। যদি ইহা না হয় তবে ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গে থাক যাহারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাকে। আল্লাহর সঙ্গে থাকার অর্থ হইল, যেমন সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করিতে থাকে, অবশেষে আমি তাহাকে আমার প্রিয়পাত্র বানাইয়া লই। আর যখন আমি প্রিয় বানাইয়া লই তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে, তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে ; সে আমার নিকট যাহা চায় আমি তাহাকে দান করি।

আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত-পা হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, বান্দার সমস্ত কাজ আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য হয় ; তাহার কোন আমল আল্লাহর মর্জির খেলাপ হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত সূফীগণের অবস্থা ও তাহাদের বহু ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এইসব ঘটনা এত বেশী পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। 'নুজহাতুল বাসাতীন' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে এইসব অবস্থা ও ঘটনাবলী পাওয়া যায়।

শায়খ আবূ বকর কাত্তানী (রহঃ) বলেন, একবার হজ্জ-মৌসুমে মক্কা মোকাররমায় কিছুসংখ্যক সূফী-সাধক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সের ছিলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)। উক্ত মজলিসে 'আল্লাহর মহব্বত' সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল যে, আশেক কোন্ ব্যক্তি? তাঁহারা বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা বলিতেছিলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) চুপ রহিলেন। সকলে তাঁহাকে বলিলেন, তুমিও কিছু বল। তিনি মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আশেক হইল ঐ ব্যক্তি, যে আমিত্বকে মিটাইয়া দিয়াছে, আল্লাহর যিকিরে আবদ্ধ

হইয়া গিয়াছে এবং উহার হক আদায় করে, অন্তর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি দেখে, আল্লাহ তায়ালার হায়বতের নূর তাহার অন্তরকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির তাহার জন্য শরাবের পেয়ালাস্বরূপ হইয়া যায়। সে কথা বলিলে তাহা আল্লাহরই কথা হয় ; যেন আল্লাহ তায়ালাই তাহার জবান দ্বারা কথা বলেন। নড়চড়া করিলে তাহাও আল্লাহরই হুকুমে। শান্তি পাইলে তাহাও আল্লাহরই সঙ্গে। যখন এই অবস্থা হইয়া যায় তখন তাহার খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ, কাজকর্ম সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হইয়া যায়। না দুনিয়ার রসম ও রেওয়াজের প্রতি তাহার কোন লক্ষ্য থাকে, না মানুষের গালমন্দ ও ধিক্কারের কোন পরওয়া সে করে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী এবং বড় মোহাদ্দেস ছিলেন। তাঁহার খেদমতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়াহ নামক এক ব্যক্তি বেশী বেশী যাওয়া-আসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন হাজির হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পর যখন তিনি হাজির হইলেন তখন হযরত সাঈদ (রহঃ) তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিবি মারা গিয়াছে তাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হযরত সাঈদ বলিলেন, আমাদেরকেও জানাইতে, আমরা জানাযায় শরীক হইতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন মজলিস হইতে উঠিয়া রওনা হইলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুনরায় বিবাহ করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হযরত ! আমার নিকট কে বিবাহ দিবে? আমার আমদানী ও সামর্থ্য মাত্র দু' তিন আনার মত। তিনি বলিলেন, আমিই দিব। এই বলিয়া তিনি বিবাহের খুতবা পড়িলেন এবং সামান্য আট দশ আনা মহরের বিনিময়ে তাঁহার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। (হানাফীদের মতে যদিও আড়াই রুপীর কম মহর হইতে পারে না কিন্তু অন্য ইমামের মতে জায়েয আছে, তাঁহার নিকটও হয়ত জায়েয হইবে।) বিবাহের পর আমি রওয়ানা হইলাম। একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন, এই বিবাহে আমি কতটুকু আনন্দিত হইয়াছি! খুশীতে চিন্তা করিতেছিলাম স্ত্রীকে উঠাইয়া আনার জন্য কাহার নিকট হইতে ধার করিব আর কি ব্যবস্থা করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঐ দিন আমি রোযা রাখিয়াছিলাম। মাগরিবের সময় রোযা ইফতার করিয়া নামাযের পর ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া রুটি আর যায়তুনের তৈল যাহা ছিল উহা খাইতে বসিলাম। এমন সময় কেহ যেন দরজায় করাঘাত করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে? উত্তর আসিল, সাঈদ। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোন্ সাঈদ ; হযরতের দিকে

আমার খেয়ালই যায় নাই। কেননা চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি নিজের ঘর ও মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া আসা করেন নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)। আমি আরজ করিলাম, আপনি আমাকে ডাকাইতেন। তিনি বলিলেন, আমার আসাই সঙ্গত ছিল। আমি আরজ করিলাম, কি হুকুম বলুন। তিনি বলিলেন, আমার খেয়ালে আসিল, এখন তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে একাকী রাত্রিযাপন ঠিক নয়। তাই তোমার স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি নিজ কন্যাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কন্যা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিলাম এবং বাতির সামনে রাখা সেই রুটি ও তৈল যাহাতে তাহার নজরে না পড়ে, সেইখান হইতে সরাইয়া ফেলিলাম। আমি ঘরের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীদেরকে ডাকিলাম। লোকেরা জমা হইলে আমি বলিলাম, হযরত সাঈদ (রহঃ) তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন এবং এইমাত্র তিনি নিজে তাহার মেয়েকে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁহার কন্যা তোমার ঘরে! আমি বলিলাম, হাঁ। এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। আমার মা-ও জানিতে পারিয়া তখনই আসিয়া বলিতে লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে যদি তুমি তাহাকে স্পর্শ কর তবে আমি তোমার মুখ দেখিব না। তিন দিনের মধ্যে আমরা ইহার জন্য প্রস্তুতি নিব। তিন দিন পর যখন ঐ মেয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তখন দেখিলাম, অত্যন্ত সুন্দরী, কুরআনের হাফেজা, সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কেও অনেক বেশী জ্ঞান রাখে এবং স্বামীর হক সম্পর্কেও খুব সচেতন। এক মাস পর্যন্ত হযরত সাঈদ (রহঃ)ও আমার নিকট আসেন নাই এবং আমিও তাঁহার নিকট যাই নাই। এক মাস পর আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম, তখন মজলিসে লোকজন ছিল। আমি সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম। সমস্ত লোকজন চলিয়া যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মানুষটিকে কেমন পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, খুবই ভাল ; এমন যে, আপনজন দেখিয়া খুশী হয় আর দুশমন দেখিয়া জ্বলিয়া মরে। তিনি বলিলেন, যদি অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখ তবে লাঠি দ্বারা শাসন করিও। আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি একজন লোক পাঠাইলেন, যে আমাকে চব্বিশ হাজার দেরহাম (প্রায় পাঁচ হাজার রুপী) দিয়া গেল।

এই মেয়েকে বাদশাহ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁহার পুত্র যুবরাজ ওলীদের জন্য চাহিয়াছিলেন কিন্তু হযরত সাঈদ (রহঃ) অসম্মতি

প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেই কারণে বাদশাহ আবদুল মালেক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কোন অজুহাতে তাঁহাকে ভীষণ শীতের মধ্যে একশত বেত্রাঘাত করাইয়াছিল এবং কলসীভর্তি পানি তাঁহার উপর ঢালাইয়া দিয়াছিল।

(١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ كُتِبَتْ لَهٗ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ اَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهٗ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهٖ وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا اَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللّٰهُ فِىْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ کے غصہ میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے (اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو) وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے وہ قیامت کے دن رَدْغَةُ الْخَبَال میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے.

(رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالهما رجال الصحیح کذا فی مجمع الزوائد قلت اخرجه ابوداود بدون ذکر التسبیح فیه)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পড়িবে সে প্রতি অক্ষরের বদলে দশটি করিয়া নেকী পাইবে। যে ব্যক্তি কোন ঝগড়ায় অন্যায়ের সাহায্য করে সে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে এবং শরীয়তসম্মত শাস্তি বিধানে প্রতিবন্ধক হয় সে আল্লাহর সহিত মোকাবেলা করে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দিল তাহাকে কেয়ামতের দিন 'রাদগাতুল খাবালে' বন্দী করিয়া রাখা হইবে যে পর্যন্ত না সে এই অপবাদের দায় হইতে মুক্ত হইবে। আর সে এই দায়মুক্ত কিভাবে হইবে?

(মাঃ যাওয়ায়িদ ঃ তাবারানী)

—৩৬

ফায়দা ঃ আজকাল অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোন একটা বিষয়কে নিজের ভুল ও অন্যায় জানিয়াও আত্মীয়তা ও দলীয় স্বার্থের কারণে উহাকে সমর্থন দিয়া থাকি। আল্লাহ তায়ালার লাখো ক্রোধে পতিত হইতেছি, তাঁহার অসন্তুষ্টির ভাগী হইতেছি, তাহার শাস্তির যোগ্য হইয়া যাইতেছি তবু স্বজনপ্রীতির কারণে এইসব মারাত্মক পরিণতির কোন পরওয়া করিতেছি না, অন্যায়কারীদের প্রতিবাদ করিতে না পারি এই ব্যাপারে চুপ থাকিব তাহাও নয় বরং সবদিক হইতে অন্যায়ের সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা করিব। যদি উহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদকারী খাড়া হয় তখন তাহার মোকাবেলা করিব। কোন বন্ধু চুরি করিল, জুলুম করিল, অন্যায় অবৈধ কাজ করিল, তাহাকে আরো উৎসাহিত করিব। তাহাকে সর্বরকমের সাহায্য করিব। ইহাই কি আমাদের ঈমানের দাবী? ইহাই কি আমাদের দ্বীনদারী? এহেন অবস্থা লইয়া আমরা ইসলামের উপর গর্ব করিতেছি নাকি ইসলামকে অন্যদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছি এবং আল্লাহর নিকট নিজেরা অপদস্থ হইতেছি। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আছবিয়্যাতের প্রতি কাহাকেও আহবান করে অথবা আছবিয়্যাতের উপর লড়াই করে সে আমাদের মধ্যে নহে। অন্য হাদীসে আছে, আছবিয়্যাতের অর্থ হইল, জুলুমের পক্ষে নিজের কওমকে সাহায্য করা।

'রাদগাতুল খাবাল' ঐ কাদা যাহা জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জমা হইয়া সৃষ্টি হয়। কত মারাত্মক দুর্গন্ধময় ও কষ্টদায়ক জায়গা। যাহারা মুসলমানদের উপর অপবাদ দেয় তাহাদেরকে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। আজ দুনিয়াতে কাহারো সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা মন্তব্য করা অতি সাধারণ ব্যাপার মনে হইতেছে। অথচ কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন মুখের প্রতিটি কথাকে প্রমাণ করিতে হইবে এবং শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করিতে হইবে দুনিয়াতে যেমন গায়ের জোরে ও মিথ্যা বানোয়ার দ্বারা অন্যকে চুপ করাইয়া দেওয়া হয় সেইখানে উহা মোটেও সম্ভব হইবে না। তখন বুঝিতে পারিবে আমরা কি বলিয়াছিলাম এবং পরিণাম কি দাঁড়াইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ বেপরোয়া হইয়া জবানে এমন কথা উচ্চারণ করিয়া বসে যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক হাদীসে আছে, মানুষ ঠাট্টা করিয়া লোকদেরকে হাসানোর জন্য এমন কথা বলে, যাহার কারণে তাহাকে জাহান্নামের ভিতরে আসমান হইতে জমিন পর্যন্ত দূরত্বে নিক্ষেপ করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন, পা পিছলানো অপেক্ষা জবান পিছলানো অধিক ভয়ঙ্কর।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কৃত পাপের জন্য কাহাকেও লজ্জা দিবে, মৃত্যুর আগে সে ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, ইহা ঐ পাপ যাহা হইতে সে তওবা করিয়াছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নিজের জিহ্বাকে ধরিয়া টানিতেন আর বলিতেন, তোর কারণেই আমরা ধ্বংস হই। বিখ্যাত মোহাদ্দেস ও তাবেয়ী হযরত ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) এন্তেকালের সময় কাঁদিতেছিলেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তেমন কোন গোনাহ করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না কিন্তু কাঁদিতেছি এইজন্য যে, হয়ত এমন কোন কথা বা কাজ হইয়া গিয়াছে, আমি যাহাকে সাধারণ মনে করিয়াছি অথচ আল্লাহর নিকট উহা কঠিন।

(١٦) عَنْ اَبِیْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِیِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِاٰخِرِهٖ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى قَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اخیر زمانۂ عمر شریف میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھتے تو سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ پڑھا کرتے. کسی نے عرض کیا کہ آج کل ایک دعا کا معمول حضورؐ کا ہے پہلے تو یہ معمول نہیں تھا. حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس کا کفارہ ہے. دوسری روایت میں بھی یہ قصہ مذکور ہے. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں حضرت جبرئیلؑ نے مجھے بتائے ہیں.

(رواہ ابن ابی شیبة وابوداؤد والنسائی والحاکم وابن مردویه کذا فی الدر وفیه ایضًا بروایة ابن ابی شیبة عن ابی العالیه بزیادة عَلَّمَنِيْهِنَّ جِبْرَئِيْلُؑ)

(১৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি মজলিস হইতে উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল আপনি যে দোয়া

পড়িতেছেন, উহা পূর্বে কখনও পড়িতেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা মজলিসের কাফফারা।

আরেক রেওয়ায়াতেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, এই শব্দগুলি মজলিসের কাফফারা এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইগুলি আমাকে বলিয়াছেন। (দুররে মানসূর ঃ আবু দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মজলিস হইতে উঠিতেন, তখনই এই দোয়া পড়িতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই দোয়া অনেক বেশী পড়িয়া থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, "যে ব্যক্তি মজলিস শেষ হওয়ার পর এই দোয়া পড়িবে, ঐ মজলিসে তাহার যত ভুল-ত্রুটি হইয়াছে উহা সব মাফ হইয়া যাইবে।"

মজলিসে সাধারণতঃ অহেতুক কথাবার্তা ও বেহুদা আলোচনা হইয়াই যায়। কত সংক্ষিপ্ত দোয়া যদি কোন ব্যক্তি এই সকল দোয়াসমূহের মধ্য হইতে কোন একটি দোয়া পড়িয়া লয় তবে সে মজলিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া কত সহজ উপায় দান করিয়াছেন।

(১৭) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ مِنْ تَسْبِيْحِهٖ وَتَحْمِيْدِهٖ وَتَكْبِيْرِهٖ وَتَهْلِيْلِهٖ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَذْكُرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ اَلَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ لَّا يَزَالَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ شَيْءٌ يُّذَكِّرُ بِهٖ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ ان کے لئے ہلکی سی آواز (بھنبھناہٹ) ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے.

(رواه احمد والحاكم وقال صحيح الاسناد قال الذهبى موسى بن سالم قال ابو حاتم منكر الحديث ولفظ الحاكم كدوى النحل يقلن بصاحبهن واخرجه بسند اخر وصححه على شرط مسلم واقره عليه الذهبى وفيه كدوى النحل يذكرن بصاحبهن)

(১৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যাহারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বর্ণনা করে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তাহাদের এই কালেমাগুলি আরশের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে, উহাদের কারণে মৃদু গুঞ্জন হইতে থাকে এবং ইহারা স্বীয় পাঠকারীর আলোচনা করিতে থাকে। তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বদা তোমাদের আলোচনাকারী কেহ উপস্থিত থাকে—যাহারা তোমাদের প্রশংসা করিতে থাকে। (আহমদ, হাকেম)

ফায়দা ঃ যাহারা সরকারী উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সহিত সম্পর্ক রাখে, চেয়ারম্যান নামে পরিচিত তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, বাদশাহ নয় মন্ত্রীও নয় গভর্নর জেনারেলকেও বাদ দিন শুধু গভর্নরের নিকটও যদি তাহাদের প্রশংসা করা হয় তবে খুশীর অন্ত থাকে না, গর্বে আসমানে পৌছিয়া যায়। অথচ এই প্রশংসার দ্বারা না দ্বীনি ফায়দা আছে, না দুনিয়াবী ফায়দা। দ্বীনি ফায়দা না থাকা তো একেবারেই স্পষ্ট। আর দুনিয়াবী ফায়দা না হওয়ার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ এই ধরনের আলোচনার দ্বারা যত ফায়দা হইয়া থাকে উহার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই জাতীয় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া হইয়া থাকে। জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া সূদী করজ লইয়া এই সমস্ত মর্যাদা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। বিনা মূল্যের শত্রুতা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয়। সবধরনের অপমান ভোগ করিতে হয়। নির্বাচন ও ইলেকশনের সময় যে কি দশা হয় তাহা সকলেরই সামনে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আরশে আলোচনা সমস্ত বাদশাহদের বাদশাহ—তাঁহার দরবারে আলোচনা ঐ পবিত্র সত্তার দরবারে আলোচনা। যাহার কুদরতের হাতে দ্বীন, দুনিয়া ও কুল কায়েনাতের অণু-পরমাণু সবকিছু রহিয়াছে। ঐ কুদরতওয়ালার সামনে আলোচনা যাহার মুঠিতে বাদশাহদের দিল রহিয়াছে। শাসকদের ক্ষমতা তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সমস্ত লাভ-ক্ষতির একচ্ছত্র মালিক তিনিই। সমস্ত জগতের মানুষ, শাসক, শাসিত, রাজা-প্রজা একসাথে মিলিয়াও যদি কাহারও ক্ষতি করার চেষ্টা করে আর মহান রাজাধিরাজ যদি উহা না চাহেন তবে তাহারা কেহই একটি পশমও বাঁকা করিতে

পারিবে না। এমনিভাবে যদি সমগ্র জগত মিলিয়া কাহারও উপকার করিতে চাহে আর আল্লাহ পাক না চাহেন তবে তাহারা এক ফোটা পানিও পান করাইতে পারিবে না। দুনিয়ার কোন সম্পদ কি এমন পবিত্র ও মহান সত্তার দরবারের প্রশংসার সমতুল্য হইতে পারে? দুনিয়ার কোন ইজ্জত কি সেই মহান দরবারের ইজ্জতের সমান হইতে পারে? কখনই নয়। তা' সত্ত্বেও যদি কেহ দুনিয়ার মর্যাদাকে মূল্যবান মনে করে তবে ইহা কি নিজের উপর জুলুম নয়?

(১৮) عَنْ يُسَيْرَةَ رض وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ۔

حضرت یُسَیرہ رض جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح (سُبْحَانَ اللّٰہِ کہنا) اور تہلیل (لَا إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہُ پڑھنا) اور تقدیس (اللہ کی پاکی بیان کرنا مثلاً سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ پڑھنا، یا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو اسلئے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جاوے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کئے اور جواب میں) گویائی دی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا (اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔

(رواه الترمذی وابوداؤد کذا فی المشکوة وفی المنهل اخرجه ایضًا احمد والحاکم اه وقال الذهبی فی تلخیصه صحیح وکذا رقم له بالصحة فی الجامع الصغیر وبسط صاحب الاتحاف فی تخریجه وقال عبد الله بن عمرو رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ رواه ابوداؤد والنسائی والترمذی وحسنه والحاکم کذا فی الاتحاف وبسط فی تخریجه ثم قال قال الحافظ معنی العقد المذکور فی الحدیث احصاء العدد وهو اصطلاح العرب بوضع بعض الانامل علی بعض عقد انملة اخری فالاحاد والعشرات بالیمین والمئون والالاف بالیسار اه)

(১৮) হযরত ইউছাইরাহ (রাযিঃ) হিজরতকারিণী সাহাবিয়াগণের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, হুযূর আকাদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়া), তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া), তাকদীস (অর্থাৎ আল্লাহর

পবিত্রতা বর্ণনা করা, যেমন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়া) তোমরা নিজেদের উপর জরুরী ও বাধ্যতামূলক করিয়া লও এবং আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা করিয়া পড়। কেননা, কেয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, উহাদের নিকট জবাব চাওয়া হইবে যে, কি আমল করিয়াছে। এবং জবাব দেওয়ার জন্য উহাদেরকে কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে। আর তোমরা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হইও না। নতুবা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

(মিশকাত ঃ তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কেয়ামতের দিন মানুষের শরীরকে, তাহার হাত, পা-কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি কি নেক আমল করিয়াছে আর কি কি নাজায়েয ও অন্যায় কাজ করিয়াছে। কুরআনে পাকে বিভিন্ন স্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক আয়াতে আছে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ الآية

অর্থাৎ, যেই দিন তাহাদের জবান, তাহাদের হাত ও পা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্যসমূহের (অর্থাৎ গোনাহসমূহের) সাক্ষ্য দিবে, যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিত। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৪)

আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ الآية

(সূরা হা'মীম সিজদাহ, আয়াত ঃ ১৯)

এই জায়গায় কয়েকটি আয়াতে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহার অর্থ এই যে, যেদিন (অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে) আল্লাহর দুশমনদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে। এক জায়গায় থামাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে আসিয়া যাইবে তখন তাহাদের কান, তাহাদের চক্ষু, তাহাদের শরীরের চামড়া তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (এবং বলিবে, এই ব্যক্তি আমাদের দ্বারা কি কি গোনাহ করিয়াছে।) তখন তাহারা (আশ্চর্যের সহিত) উহাদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই ভোগবিলাসের জন্য গোনাহ করিতাম। উহারা জবাবে বলিবে, আমাদেরকে সেই পবিত্র আল্লাহ তায়ালা কথা বলিবার শক্তি দিয়াছেন যিনি দুনিয়ার সবকিছুকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন। তিনিই তোমাদেরকেও প্রথমবার পয়দা করিয়াছিলেন এখন আবার তাঁহারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিয়াছ।

হাদীসসমূহে এই সাক্ষ্য দেওয়ার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে—"কেয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তি নিজের বদ আমলসমূহ জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, আমি গোনাহ করি নাই। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশী তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সে বলিবে, তাহারা শক্রতা করিয়া মিথ্যা বলিতেছে। পুনরায় বলা হইবে, তোমার আত্মীয়-স্বজন সাক্ষ্য দিতেছে। সে তাহাদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে। অতঃপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী বানানো হইবে।" এক হাদীসে আছে, "সর্বপ্রথম উরু সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, কি কি অন্যায় কাজ তাহার দ্বারা করানো হইয়াছিল।"

এক হাদীসে আছে—"পুলসিরাতের উপর দিয়া সর্বশেষ যে ব্যক্তি পার হইবে সে এমনভাবে উঠিয়া-পড়িয়া পার হইতে থাকিবে যেমন ছোট বাচ্চাকে পিতা যখন মারিতে থাকে তখন সে কখনও এদিক কখনও ওদিক পড়িয়া যায়। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, তুমি যদি সোজা চলিয়া পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে পার তবে কি তোমার সমস্ত আমলের কথা বলিয়া দিবে? সে ওয়াদা করিয়া বলিবে, আমি সবকিছু সত্য সত্য বলিয়া দিব। এমনকি আল্লাহ তায়ালার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিবে যে, আমি কোনকিছু গোপন করিব না। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং চলিতে থাক। সে অতি সহজে পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে এবং পার হওয়ার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আচ্ছা এখন বল। সে ব্যক্তি চিন্তা করিবে, যদি আমি স্বীকার করিয়া ফেলি তবে এমন না হয় যে, আমাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য সে পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং বলিবে, আমি কোন গোনাহ করি নাই। ফেরেশতারা বলিবে, আচ্ছা, আমরা যদি সাক্ষী উপস্থিত করি? তখন সে এদিক-সেদিক দেখিবে যে, আশেপাশে কোন লোক নাই। সে মনে করিবে যে, এখন সাক্ষী কোথায় হইতে আসিবে, সকলেই তো নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাজেই সে বলিবে, আচ্ছা সাক্ষী আন। তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে এবং উহারা বলিতে শুরু করিবে। বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং নিজেই বলিবে যে, আমার আরও অনেক মারাত্মক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেইগুলি বর্ণনা করা হয় নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম।"

মোটকথা, এই সমস্ত কারণে মানুষের উচিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বেশী বেশী নেক আমল করা। যাহাতে উভয় প্রকারের সাক্ষী মিলিতে পারে। এই

কারণেই উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে গণনা করার হুকুম করিয়াছেন। এমনিভাবে অন্যান্য হাদীসে মসজিদে বেশী বেশী আসা-যাওয়া করিতে হুকুম করিয়াছেন। কেননা, এই পদচিহ্নসমূহও সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং উহার সওয়াব লেখা হয়। কত সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য গোনাহের কোন সাক্ষীই নাই, কেননা কোন গোনাহই করে নাই, অথবা তৌবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ লইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সৎকাজ ও নেকীর সাক্ষী শত সহস্র রহিয়াছে। ইহা হাসিল করার সহজ পন্থা হইল, যখনই কোন গোনাহ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিবে। কেননা, তওবা দ্বারা গোনাহ মুছিয়া যায়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে আর নেক আমলসমূহ বাকী থাকিয়া যায়, ইহার সাক্ষীও থাকে এবং যেইসমস্ত অঙ্গ দ্বারা নেক আমলগুলি করা হইয়াছে উহারাও সাক্ষ্য প্রদান করে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গুলির মাধ্যমে তসবীহ গণনা করিতেন।

ইহার পর উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকার কারণে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত করার ভয় দেখানো হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে বঞ্চিত থাকে তাহারা আল্লাহর রহমত হইতেও বঞ্চিত থাকে। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে (রহমতের সহিত) স্মরণ করিব।' আল্লাহ তায়ালা নিজের স্মরণকে বান্দার স্মরণের সহিত শর্তযুক্ত করিয়াছেন। কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির হইতে (কুরআন পাক হউক বা অন্য কোন যিকির হউক—জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া যায়, আমি তাহার উপর এক শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। ঐ শয়তান সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। আর ঐ শয়তান তাহার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে লইয়া ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে সোজা পথ হইতে সরাইতে থাকে। আর তাহারা ধারণা করে যে, আমরা হেদায়েতের উপর আছি। (সূরা যুখরুফ, আয়াত ঃ ৩৬-৩৭)

হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে একটি শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে। কাফেরের সহিত এই শয়তান সর্বাবস্থায় থাকে। খানাপিনা, ঘুম-জাগরণ সকল অবস্থাতেই তাহার সহিত থাকে। কিন্তু মোমেনের নিকট হইতে সেই শয়তান কিছুটা দূরে থাকে এবং অপেক্ষা করিতে থাকে—যখনই তাহাকে যিকির হইতে একটু গাফেল পায় তখনই হামলা করিয়া বসে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ সূরার শেষ পর্যন্ত (সূরা মুনাফিকুন)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (এমনিভাবে অন্যান্য জিনিস) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ঃ ৯) আমি (ধন-সম্পদ) যাহাকিছু তোমাদেরকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া লও ঐ সময় আসিয়া পড়ার পূর্বেই যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইবে আর যখন দুঃখ ও আফসোসের সহিত বলিবে, হে আমার পরোয়ারদেগার! কিছুদিনের জন্য আমাকে সুযোগ দিলেন না কেন ; যাহাতে আমি দান-খয়রাত করিয়া লইতাম এবং আমি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। আল্লাহ তায়ালা কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে আর সুযোগ দেন না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত আছেন। (অর্থাৎ যেমন করিবে ভাল অথবা মন্দ তেমনই ফল পাইবে।)

আল্লাহ তায়ালার এমনও বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা কখনও যিকির হইতে গাফেল হন না। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, আমি এক জায়গায় দেখিলাম—একজন পাগল লোককে দুষ্ট ছেলেরা ঢিল মারিতেছে। আমি তাহাদেরকে ধমকাইলাম। ছেলেরা বলিতে লাগিল, এই লোকটি বলে আমি আল্লাহকে দেখি। এই কথা শুনিয়া আমি পাগলের নিকটে গেলাম ; তখন সে কি যেন বলিতেছিল। খুব খেয়াল করিয়া শুনিলাম, সে বলিতেছে, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ যে, ছেলেদেরকে আমার পিছনে লেলাইয়া দিয়াছ। আমি বলিলাম, এই ছেলেরা তোমার উপর একটি অপবাদ দিতেছে। সে বলিল, কি বলে? আমি বলিলাম, তাহারা বলে, তুমি আল্লাহকে দেখ বলিয়া দাবী কর। এই কথা শুনিয়া সে এক চিৎকার দিয়া বলিল, শিবলী! ঐ পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে আপন মহব্বতে ভগ্নাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কখনও তিনি আমাকে নিজের

কাছে আবার কখনও দূরে রাখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সামান্য সময়ের জন্যও তিনি আমার নিকট হইতে গায়েব হইলে (অর্থাৎ উপস্থিতি হাসিল না থাকিলে) আমি বিচ্ছেদ বেদনায় টুকরা টুকরা হইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া এই কবিতা পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল ঃ

خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فَمِي ۞ وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ

"তোমার চেহারা আমার চোখে বিরাজমান, তোমার যিকির আমার জবানে সর্বদা উচ্চারিত, তোমার ঠিকানা আমার অন্তরে অবস্থিত, সুতরাং তুমি কোথায় গায়েব হইবে।"

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করিল। তিনি বলিলেন, আমি ইহা কোন সময়ই ভুলি নাই অর্থাৎ ইহা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করাও যে কখনও ভুলিয়াছে।

হযরত মামশাদ (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার এন্তেকালের সময় নিকটে বসা এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য দোয়া করিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাতের অমুক অমুক নেয়ামত দান করুন। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ জান্নাত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জাসহ আমার সামনে প্রকাশ হইতেছে। তথাপি আমি একবারও আল্লাহ তায়ালা হইতে নজর হটাইয়া ঐ দিকে তাকাই নাই।

হযরত রোয়াইম (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কালেমা তালকীন করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই কালেমা ছাড়া অন্য কিছু ভাল করিয়া জানিই না।

আহমদ ইবনে খাজরাভিয়া (রহঃ)এর এন্তেকালের সময় কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, পঁচানব্বই বৎসর যাবৎ একটি দরজায় করাঘাত করিতেছি ; আজ সেই দরজা খুলিবার সময় আসিয়াছে। জানি না উহা সৌভাগ্যের সহিত খুলিবে নাকি দুর্ভাগ্যের সহিত ; এখন আমার কোন কথা বলার অবসর কোথায়।

(১৭) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ

اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اُن کے پاس سے نماز کے لئے

فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ۔

تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول تھیں حضورؐ چاشت کی نماز کے بعد (دوپہر کے قریب) تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں حضورؐ نے دریافت فرمایا تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا عرض کیا جی ہاں! حضورؐ نے فرمایا میں نے تم سے (جدا ہونے کے) بعد چار کلمے تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو اس سب کے مقابلہ میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں وہ کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ (اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق)۔

(رواه مسلم كذا في المشكوة قال القاري وكذا اصحاب السنن الاربعة وفي الباب عن صفية قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي اربعة الاف نواة اسبح بهن الحديث اخرجه الحاكم وقال الذهبي صحيح)

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّهٗ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَاَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سعدؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی عورت کے پاس تشریف لے گئے اُن کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں حضورؐ نے فرمایا میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس سے سہل ہو (یعنی کنکریوں پر گننے سے سہل ہو) یا یہ ارشاد فرمایا کہ اُس سے افضل ہو سُبْحَانَ

اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ۔

اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اخیر تک۔ اللہ کی تعریف کرتی ہوں بقدر اس مخلوق کے جو آسمان میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق کے جو زمین میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق کے جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی آسمان زمین کے درمیان ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں بقدر اس کے جس کو وہ پیدا کرنے والا ہے اور اس سب کے برابر اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور اس کے برابر ہی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اسی کے مانند لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

(رواه ابوداؤد والترمذي وقال الترمذي حديث غريب كذا في المشكوة قال القاري وفي نسخة حسن غريب اه وفي المنهل اخرجه ايضا النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه اه قلت وصححه الذهبي)

(১৯) উম্মুল মোমেনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। আর তিনি আপন জায়নামাযে বসিয়া (তসবীহ পড়িতেছিলেন।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি) চাশতের নামাযের পর ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তখনও একই অবস্থায় বসিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই অবস্থায়ই আছ? যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। তিনি আরজ করিলেন, হাঁ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন—'আমি তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পড়িয়াছি। যদি উহাকে তুমি সকাল হইতে এই পর্যন্ত যাহা কিছু পড়িয়াছ সবকিছুর মোকাবেলায় ওজন করা হয় তবে উহা ভারী হইয়া যাইবে। সেই চার কালেমা এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার সৃষ্ট মখলুকের সংখ্যা পরিমাণ এবং তাঁহার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁহার কালেমাসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।" (মিশকাত ঃ মুসলিম)

আরেক হাদীসে আছে, হযরত সাআদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন মহিলা সাহাবিয়ার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব কি যাহা ইহা হইতে সহজ অর্থাৎ কংকর দ্বারা গণনা করা হইতে সহজ হয়। অথবা এরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে উত্তম হয়। তাহা হইল ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ
فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا
هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ۔

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি, আসমানে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁহার মখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে সৃষ্ট মখলুকের সমপরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ যাহা তিনি সৃষ্টি করিবেন। আর ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'আল্লাহু আকবার', ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং ঐ সবকিছুর সমপরিমাণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ঐসব কিছুর সমপরিমাণ 'ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।" (মিশকাত ঃ আবু দউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এইভাবে তসবীহ উত্তম হওয়ার অর্থ হইল, উল্লেখিত শব্দগুলি সহ যিকির করার দ্বারা আলোচ্য অবস্থা ও গুণাবলীর দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। আর ইহা বলা বাহুল্য যে, চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান যত বেশী হইবে যিকির তত উত্তম হইবে। এইজন্যই চিন্তা ও ফিকিরের সহিত কুরআনের অল্প তেলাওয়াত চিন্তা-ফিকির ব্যতীত বেশী তেলাওয়াত হইতে উত্তম। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, এই ধরনের যিকির উত্তম হওয়ার কারণ হইল, এইগুলিতে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা গণনার ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ইহা বান্দার পরিপূর্ণ আব্দিয়ত অর্থাৎ দাসত্বের পরিচয়। এইজন্য কোন কোন সূফী বলিয়াছেন—'অসংখ্য-অগণিত গোনাহ করিতেছ অথচ আল্লাহর নাম গণিয়া গণিয়া সীমিত সংখ্যায় লইতেছ!' ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর

নাম গণনা করা উচিত নয়। যদি তাহাই হইত তবে বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় তসবীহ গণনা করিয়া পড়ার কথা কেন বলা হইয়াছে? অথচ বহু হাদীসে বিশেষ বিশেষ পরিমাণের উপর বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে। বরং উহার অর্থ হইল কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করা চাই না। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের ওযিফা আদায়ের পর অবসর সময়ে যতসম্ভব অগণিত সংখ্যায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা চাই। কেননা, ইহা এত বড় সম্পদ যাহা সংখ্যার ধরা বাঁধা সীমারও ঊর্ধ্বে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুতায় গাঁথা প্রচলিত তসবীহ জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে বেদআত বলিয়াছেন কিন্তু ইহা সঠিক নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীচি অথবা কংকর দ্বারা গণনা করিতে দেখিয়া কোনরূপ বাধা বা অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই মূল বিষয়টি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতায় গাঁথা বা না গাঁথার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই সমস্ত মাশায়েখ ও ফকীহগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে 'নুজহাতুল ফিকার' নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস প্রচলিত তাসবীহ জায়েয হওয়ার সহীহ দলীল। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত খেজুরের বিচি ও কংকরের সাহায্যে তাসবীহ পড়িতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইহা একটি শরীয়তসম্মত দলীল। আর সুতায় গাঁথা ও খোলা থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কারণে যাহারা ইহাকে বেদআত বলেন, তাহাদের উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।

সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় প্রচলিত তসবীহকে শয়তানের জন্য চাবুক স্বরূপ বলা হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছার পরও তাহার হাতে তসবীহ দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে তসবীহের সাহায্যে আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি, উহাকে আমি কি করিয়া ছাড়িতে পারি?

বহু সাহাবায়ে কেরাম হইতে ইহা বর্ণিত আছে, তাহাদের নিকট খেজুরের বীচি অথবা কংকর থাকিত। তাহারা উহা দ্বারা গণনা করিয়া তাসবীহ পড়িতেন। হযরত আবূ সাফিয়্যাহ সাহাবী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি কংকর দ্বারা গণনা করিয়া তসবীহ পড়িতেন। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে খেজুরের বীচি ও কংকর উভয়টি দ্বারা গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতেও

কংকর দ্বারা তসবীহ গণনা করা বর্ণিত হইয়াছে। 'মেরকাত' কিতাবে লিখা হইয়াছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-র নিকট গিরা লাগানো একটি সূতা ছিল উহা দ্বারা তিনি গণনা করিতেন। আবূ দাঊদ শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-র নিকট খেজুরের বীচি বা কংকর ভর্তি একটি থলি ছিল, তিনি উহা দ্বারা তসবীহ পড়িতেন। যখন থলি খালি হইয়া যাইত তখন তাঁহার বাঁদী আবার ভরিয়া তাহার নিকট রাখিয়া দিত। অর্থাৎ তসবীহ গণনার জন্য থলি হইতে বাহির করিতে থাকিতেন। এইভাবে থলি খালি হইয়া যাইত। অতঃপর বাঁদী সেইগুলিকে একত্র করিয়া আবার ভরিয়া রাখিত।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার একটি থলি ছিল। ফজরের নামায পড়িয়া তিনি এই থলি নিয়া বসিতেন এবং থলি খালি না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া পড়িতে থাকিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত আবূ সাফিয়্যাহ (রাযিঃ)-র সামনে একটি চামড়া বিছানো থাকিত। উহার উপর বহু কংকর রাখা থাকিত। তিনি জওয়াল অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত এইগুলি দ্বারা পড়িতে থাকিতেন। যখন দুপুর হইয়া যাইত ঐ চামড়া উঠাইয়া নেওয়া হইত। আর তিনি অন্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়া যাইতেন। জোহরের নামাযের পর পুনরায় উহা বিছাইয়া দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি উহা পড়িতে থাকিতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-র পৌত্র বর্ণনা করেন, আমার দাদার নিকট একটি সুতা ছিল। উহাতে দুই হাজার গিরা লাগানো ছিল। তিনি উহার তসবীহ না পড়া পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। হযরত হোসাইন (রাযিঃ)-র কন্যা হযরত ফাতেমা (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁহার নিকট বহু গিরা লাগানো একটি সুতা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পড়িতেন।

সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট তসবীহকে 'মুজাককিরা' (স্মরণ করাইয়া দিবার বস্তু) বলা হয়। কেননা, ইহা হাতে নিলে এমনিতেই কিছু না কিছু পড়িতে মনে চায়। কাজেই ইহা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সম্পর্কে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তসবীহ কতই না উত্তম মুজাককিরা বা স্মারক। হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) এই সম্পর্কে একটি মুসালসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ মাওলানা আবদুল হাই (রহঃ) হইতে উপর পর্যন্ত একের পর এক সকল উস্তাদই তাহার শাগরেদকে একটি করিয়া তসবীহ দান করিয়াছেন এবং

উহাতে পড়ার অনুমতি দিয়াছেন। উপরের দিকে এই ধারা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর এক শাগরেদ পর্যন্ত পৌছে। তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ হযরত জুনায়েদ (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদা লাভের পরও তসবীহ হাতে রাখেন? তিনি বলিলেন, আমি আমার উস্তাদ সিররী ছাকতী (রহঃ)এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম যাহা তুমি করিলে। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার উস্তাদ মারুফ কারখী (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আমার উস্তাদ বিশরে হাফী (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উস্তাদ ওমর মক্কী (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উস্তাদ (সমস্ত চিশতিয়া মাশায়েখদের সরদার) হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর হাতে তসবীহ দেখিয়া আরজ করিলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনার হাতে তসবীহ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাসাউফের শুরুতে ইহা দ্বারাই কাজ লইয়াছিলাম এবং ইহা দ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়াছিলাম। এখন শেষ অবস্থায় উহাকে ছাড়িয়া দিতে মনে চায় না। আমি চাই—দিলে, জবানে, হাতে সর্বভাবে আল্লাহর যিকির করি। অবশ্য মুহাদ্দেসগণের দৃষ্টিতে উক্ত বর্ণনার উপর আপত্তিও করা হইয়াছে।

(٢٠) عَنِ ابْنِ اَعْبُدٍ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ اَلَا
اُحَدِّثُكَ عَنِّیْ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ
قُلْتُ بَلٰى قَالَ اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى
حَتّٰى اَثَّرَ فِىْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ
حَتّٰى اَثَّرَ فِىْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ
حَتّٰى اِغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاَتَى النَّبِىَّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ
لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَاَلْتِهٖ خَادِمًا فَاَتَتْهُ
فَوَجَدَتْ عِنْدَهٗ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ

حضرت علیؓ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا
کہ میں تمھیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہؓ کا جو
حضورؐ کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں
زیادہ لاڈلی تھیں قصہ نہ سناؤں؟ انہوں
نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود
چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے
پڑ گئے تھے اور خود ہی مشک بھر کر
لاتی تھیں جس سے سینہ پر رسّی کے
نشان پڑ گئے تھے خود ہی جھاڑو دیتی تھیں
جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے
ایک مرتبہ حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم کی

فَاَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكَ يَارَسُوْلَ اللهِ جَرَتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا فَلَمَّا اَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ اَمَرْتُهَا اَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّمَا هِيَ فِيْهِ قَالَ اِتَّقِي اللهَ يَافَاطِمَةُ وَ اَدِّيْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِيْ عَمَلَ اَهْلِكِ فَاِذَا اَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِيْ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدِيْ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرِيْ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَّسُوْلِهٖ (اخرجه ابوداؤد) وفى الباب عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اُمَّ الْحَكَمِ اَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ اِحْدٰهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ يَّأْمُرَلَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ وَّلٰكِنْ سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ

خدمت میں کچھ لونڈی غلام آتے میں نے حضرت فاطمہؓ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جاکر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے سہولت رہے گی وہ گئیں حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا اس لئے واپس چلی آئیں حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھیں وہ چپ ہوگئیں (شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں) میں نے عرض کیا حضورؐ چکّی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے اس لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جاتے۔ حضورؐ نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو اور جب سونے کے لئے لیٹو تو سُبحانَ اللہِ ۳۳ مرتبہ اَلحمدُ للہِ ۳۳ مرتبہ اللہُ اکبرُ ۳۴ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے بہتر ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں اللہ (کی تقدیر) اور اس کے رسول (کی تجویز) سے راضی ہوں دوسری حدیث میں حضورؐ کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے

مِنْ ذٰلِكَ تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلٰى اَثَرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضورؐ کی بیٹی فاطمہ تینوں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کرکے ایک خادم کی طلب کی حضورؐ نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں میں تمھیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سُبحانَ اللہِ، اَلحمدُ للہِ، اللہُ اکبرُ ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَحدَہٗ لَاشَرِیکَ لَہٗ لَہُ المُلکُ وَلَہُ الحَمدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ پڑھ لیا کرو یہ خادم سے بہتر ہے۔

(رواہ ابوداؤد وفی الجامع الصغیر بروایۃ ابن مندۃ عن جلیس کان یامر نسائہ اذا ارادت احداھن ان تنام ان تحمد الحدیث ورقم لہ بالضعف)

(২০) হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার এক শাগরেদকে বলিলেন, আমি তোমাকে আমার এবং আমার স্ত্রী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)-র ঘটনা শুনাইব কি? তিনি আরজ করিলেন, অবশ্যই শুনান। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নিজ হাতে যাতা চালাইতেন। যদ্দরুন হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছিল। নিজেই মশক ভরিয়া পানি বহন করিয়া আনিতেন। যদ্দরুন বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। ফলে, কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল। আমি হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলিলাম, পিতার নিকট হইতে যদি একজন খাদেম চাহিয়া আনিতে তবে ভাল হইত এবং তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইত। তিনি গেলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে, লোকজন ভর্তি ছিল দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তুমি কাল কি জন্য গিয়াছিলে? হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) চুপ করিয়া রহিলেন (লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না)। (হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাঁতা পিষার কারণে তাহার হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, পানি

ভর্তি মোশক বহন করিয়া আনার কারণে বুকের উপর রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড়–চোপড় ময়লা হইয়া থাকে। গতকাল আপনার নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী আসিয়াছিল সেইজন্য আমি নিজেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম একজন খাদেম চাহিয়া আনার জন্য। যাহাতে তাঁহার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। তোমার ফরয আদায় করিতে থাক। আর ঘরের কাজকর্ম করিতে থাক। আর যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন কর তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িয়া নিও। ইহা খাদেম হইতে উত্তম আমল। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার (তাকদীর) ও তাহার রাসূলের (ফয়সালার) উপর সন্তুষ্ট আছি। (আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোনদের ঘটনাও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, আমরা দুই বোন এবং হুযূরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) সহ তিনজন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং নিজেদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া একজন খাদেম চাহিলাম। তখন তিনি এরশাদ ফরমাইলেন—'বদর যুদ্ধে যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদের এতীম সন্তানরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশী হক রাখে। আমি তোমাদের জন্য খাদেমের চাইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিতেছি—তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কালেমা তেত্রিশবার করিয়া পড় আর একবার এই কালেমা পড়িয়া লও—ইহা খাদেম হইতে উত্তম।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের লোকদেরকে এবং আত্মীয়–স্বজনকে বিশেষভাবে এই সমস্ত তসবীহ পড়ার জন্য হুকুম করিতেন। এক হাদীসে আছে—'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিদেরকে শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ, আল–হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার করিয়া পড়িতে বলিতেন।'

উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াবী কষ্ট ও পরিশ্রমের মোকাবেলায় এই সমস্ত তসবীহ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার বাহ্যিক কারণ একেবারে স্পষ্ট যে, মুসলমানের জন্য দুনিয়াবী কষ্ট ও

পরিশ্রম ভ্রূক্ষেপ করার বিষয় নয় ; বরং তাহার জন্য জরুরী হইল সবসময় আখেরাত ও মরণের পরের জীবনের সুখ–শান্তির ফিকির করা। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর দুঃখ–কষ্ট হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আখেরাতের সুখ–শান্তির ছামান বৃদ্ধি করার জন্য মনোযোগী করিয়াছেন। আর এই তসবীহসমূহ আখেরাতে অধিক উপকারী হওয়াটা এই অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে যে, এই সমস্ত তসবীহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেমন দ্বীনি উপকার ও লাভ রাখিয়াছেন তেমনি দুনিয়াবী ফায়দাও রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার পাক কালামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কালামে অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে যেইগুলি দ্বারা আখেরাতের ফায়দার সাথে সাথে দুনিয়ারও ফায়দা হাসিল হয়। যেমন এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের যামানায় ফেরেশতাদের খাদ্যই মুমিনদের খাদ্য হইবে। (অর্থাৎ তাসবীহ তাকদীস সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ পড়া)। যেই ব্যক্তি মুখে এই কালেমাগুলি পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার ক্ষুধার কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। এই হাদীস হইতে ইহাও জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে খানাপিনা না করিয়া শুধু আল্লাহর যিকিরের উপর জীবন–যাপন সম্ভব হইতে পারে। দাজ্জালের সময় সাধারণ মুসলমানের এই সৌভাগ্য লাভ হইবে, কাজেই এই জামানায় খাছ মুমিনদের সেই অবস্থা হাসিল হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। এইজন্যই যে সকল বুযুর্গদের সম্পর্কে এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সামান্য খাদ্যের উপর কিংবা একেবারে না খাইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেন। এইগুলিকে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

এক হাদীসে আছে, যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তবে বেশী বেশী আল্লাহু আকবার পড়িতে থাক ; ইহা আগুনকে নিভাইয়া দেয়।

'হিসনে হাসীন' কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি যদি কাজকর্মে ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে কিংবা শক্তি পাইতে চায়, তবে সে যেন শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আল–হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে। অথবা প্রত্যেকটি ৩৩ বার কিংবা যে কোন দুইটি ৩৩ বার ও একটি ৩৪ বার পড়িয়া নেয়। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু সবগুলিই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

যে সকল হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে খাদেমের পরিবর্তে এই তাসবীহসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন উহার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এই কথা বলিয়াছেন যে,

যে ব্যক্তি নিয়মিত এই তাসবীহগুলি পড়িবে সে কোন কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজে ক্লান্তি অনুভব করিবে না। হাফেজ ইবনে হযর (রহঃ) বলেন, সামান্য ক্লান্তি অনুভব হইলেও কোনরূপ ক্ষতি হইবে না। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই আমল পরীক্ষিত, এই তাসবীহসমূহ শুইবার সময় পাঠ করা ক্লান্তি দূর হওয়া ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'মেরকাতুস সুঊদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, এই সমস্ত তসবীহ খাদেম হইতে উত্তম হওয়া, আখেরাত ও দুনিয়া উভয় হিসাবে হইতে পারে। আখেরাতে এই হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ আখেরাতে যত উপকারী হইবে দুনিয়াতে খাদেম এত উপকারী হইতে পারে না। আর দুনিয়াতে এই হিসাবে যে, এই সমস্ত তসবীহ পড়ার কারণে কাজে-কর্মে যতটুকু শক্তি ও হিম্মত লাভ হইতে পারে, খাদেম দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

এক হাদীসে আছে, দুইটি আমল এমন আছে, যে ব্যক্তি উহার উপর আমল করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমল দুইটি খুবই সহজ কিন্তু উহার উপর আমলকারী খুবই কম। একটি হইল, এই তসবীহগুলিকে প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশ বার করিয়া পড়িবে। পড়ার মধ্যে তো একশত পঞ্চাশ কিন্তু আমলের পাল্লায় পনেরশত হইবে। দ্বিতীয়টি হইল, শুইবার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়িবে। পড়ার মধ্যে তো একশত হয় কিন্তু সওয়াবের দিক হইতে এক হাজার হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার কি কারণ যে ইহার আমলকারী অনেক কম হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, নামাযের সময় শয়তান আসিয়া বলিতে থাকে, তোমার অমুক কাজ আছে, অমুক প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। অনুরূপ শুইবার সময়ও সে বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলে তসবীহ পড়া বাদ পড়িয়া যায়।

এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে ইহাও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জান্নাতী মহিলাগণের সর্দার, দোজাহানের বাদশাহের কন্যা নিজ হাতে আটা পিষিতেন, ফলে তাহার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছিল। নিজেই পানির মোশক বহন করিয়া আনিতেন, ফলে তাঁহার বুকে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু ইত্যাদি সমস্ত কাজ করিতেন, ফলে কাপড়-চোপড় ময়লা হইয়া থাকিত। আটা মলা রুটি পাকানো এককথায়, সমস্ত কাজ তিনি নিজ হাতে করিতেন। আমাদের স্ত্রীগণ এই সমস্ত কাজ তো দূরের কথা ইহার অর্ধেকও কি নিজ হাতে করিয়া থাকেন! যদি না করেন তবে কত লজ্জার কথা যে, যাহাদের

মনিবদের জিন্দেগী এইরূপ তাহাদের নাম ধারণকারী, তাহাদের নামের উপর গর্বকারীদের জিন্দেগী তাহাদের ধারে কাছেও হইবে না? উচিত তো ছিল গোলামদের কাজ এবং তাহাদের পরিশ্রম মনিবদের তুলনায় আরো বেশী হইবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হইল আমরা উহার ধারে-কাছেও নাই। فَإِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (অভিযোগ আল্লাহ পাকের দরবারেই এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।)

পরিশিষ্ট

পরিশেষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করিতেছি। আর ইহারই উপর এই পুস্তিকা সমাপ্ত করিতেছি। উপরে বর্ণিত তসবীহসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে দরকারী ও উপকারী। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা হইয়াছে। এই গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ নামাযের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন যাহা 'সালাতুত তসবীহ' (তসবীহের নামায) নামে প্রসিদ্ধ। এই নামাযের মধ্যে তিনশতবার উক্ত তসবীহ পড়া হয় বলিয়া ইহাকে সালাতুত তসবীহ বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত উৎসাহ প্রদানসহ এই নামায শিক্ষা দিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا اُعْطِيْكَ اَلَا اَمْنَحُكَ اَلَا اُخْبِرُكَ اَلَا اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ قَدِيْمَهٗ وَحَدِيْثَهٗ خَطَاَهٗ وَعَمَدَهٗ صَغِيْرَهٗ وَكَبِيْرَهٗ سِرَّهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا۔ اے عباس اے میرے چچا کیا میں تمھیں ایک عطیہ کروں ایک بخشش کروں ایک چیز بتاؤں تمھیں دس چیزوں کا مالک بناؤں جب تم اس کام کو کروگے تو حق تعالیٰ شانہٗ تمھارے سب گناہ پہلے اور پچھلے پرانے اور نئے غلطی سے کئے ہوئے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے چھوٹے اور بڑے چھپ کر کئے ہوئے اور کھلم کھلا کئے ہوئے سب ہی معاف فرمادیں گے وہ کام یہ ہے کہ چار رکعت نفل (صلوٰۃ التسبیح کی نیت باندھ کر) پڑھو اور ہر رکعت میں جب

قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَ اَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَ اَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَّرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَّرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ پندرہ مرتبہ پڑھو پھر جب رکوع کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر سجدہ سے اُٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر جب دوسرے سجدہ سے اُٹھو تو (دوسری رکعت میں) کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان پچھتر ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر دفعہ ہوگا اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔

(رواه ابوداود وابن ماجة والبيهقى فى الدعوات الكبير وروى الترمذى عن ابى رافع نحوه كذا فى المشكوٰة قلت واخرجه الحاكم وقال هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن ابان وقد اخرجه ابوبكر محمد بن اسحٰق وابوداؤد وابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب فى الصحيح ثم قال بعد ما ذكر توثيق رواته واما ارسال ابراهيم بن الحكم عن ابيه فلا يوهن وصل الحديث فان الزيادة من الثقة اولىٰ من الارسال على ان امام عصره فى الحديث اسحٰق بن ابراهيم الحنظلى قد اقام هذا الاسناد عن ابراهيم بن الحكم ووصله اه قال السيوطى فى اللآلى هذا اسناد حسن وما قال الحاكم اخرجه النسائى فى كتابه الصحيح لم نره فى شئ من نسخ السنن لا الصغرى ولا الكبرى)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে ফরমাইলেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে একটি দান, একটি বখশিশ দিব? একটি জিনিস বলিয়া দিব? আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাইব? যখন আপনি এই কাজটি করিবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ, নূতন ও পুরাতন গোনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, সগীরা ও কবীরা গোনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ সব মাফ করিয়া দিবেন। সেই কাজটি হইল এই যে, চার রাকাত নফল নামায (সালাতুত তসবীহের নিয়ত বাঁধিয়া) পড়ুন। প্রত্যেক রাকাতে আল–হামদু পড়িয়া সূরা মিলানোর পর রুকূতে যাওয়ার আগে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ১৫ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকূ করিবেন উহাতে ১০ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকূ হইতে দাঁড়াইবেন তখন ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সেজদাহ করুন এবং ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সেজদা হইতে বসিয়া ১০ বার পড়ুন, যখন দ্বিতীয় সেজদায় যাইবেন তখন উহাতে ১০ বার পড়ুন। তারপর যখন দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবেন (তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া ১০ বার পড়ুন। এসব মিলাইয়া মোট ৭৫ বার হইল। এইরূপ প্রতি রাকাতে ৭৫ বার হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন একবার এই নামায পড়িয়া লইবেন। যদি না হয় তবে জুমার দিনে একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে প্রতি বৎসর একবার পড়িবেন। ইহাও যদি না হয় তবে সারা জীবনে একবার হইলেও এই নামায অবশ্যই পড়িবেন। (মিশকাত ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী)

(٢) وَعَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ رَّجُلٍ كَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْتِنِىْ غَدًا اَحْبُوْكَ وَاُثِيْبُكَ وَاُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ يُعْطِيْنِىْ عَطِيَّةً قَالَ اِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ وَقَالَ

ایک صحابیؓ کہتے ہیں مجھ سے حضورؐ نے فرمایا کل صبح کو آنا تم کو ایک بخشش کروں گا ایک چیز دوں گا ایک عطیہ کروں گا وہ صحابیؓ کہتے ہیں میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی (مال) عطا فرمائیں گے (جب میں حاضر ہوا) تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو چار رکعت نماز پڑھو اسی طریقہ سے بتایا جو پہلی حدیث میں گذرا ہے اور یہ بھی فرمایا

فَاِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَعْظَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (رواه ابوداؤد)

کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوگے، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہوسکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔

(২) এক সাহাবী বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি আগামীকাল সকালে আসিও আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি জিনিস দিব, একটি বস্তু দান করিব। সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এই কথার দ্বারা আমি মনে করিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। আমি পরদিন আসিয়া হাজির হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দুপুরে যখন সূর্য হেলিয়া যায় তখন চার রাকাত নামায পড়িও। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত নিয়মে পড়িতে বলিলেন। আর ইহাও বলিলেন যে, তুমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের চাইতে বেশী গোনাহগার হও তবু তোমার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ সময়ে পড়িতে না পারি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, দিনে অথবা রাতে যে কোন সময় পার পড়িয়া লইও। (আবু দাউদ)

(۳) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اِلٰى بِلَادِ الْحَبْشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اِعْتَنَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَهَبُ لَكَ اَلَا اُبَشِّرُكَ اَلَا اَمْنَحُكَ اَلَا اُتْحِفُكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُصَلِّيْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (فذكر نحوه اخرجه الحاكم وقال اسناد صحيح

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت جعفرؓ کو حبشہ بھیجدیا تھا جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضورؐ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا پھر فرمایا میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضورؐ نے فرمایا چار رکعت نماز پڑھ۔ پھر اسی طریقے سے بتائی جو اوپر گذرا۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ساتھ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بھی آیا ہے۔

لاغبار عليه وتعقبه الذهبي بان احمد بن دائد كذبه الدارقطني كذا في المنهل وكذا قال غيره تبعا للحافظ لكن في النسخة التي بايدينا من المستدرك وقد صحت الرواية عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه جعفرًا ثم ذكر الحديث بسنده وقال في آخره هذا اسناد صحيح لاغبار عليه وهكذا قال الذهبي في اول الحديث وآخره ثم لا يذهب عليه ان في هذا الحديث زيادة لاحول ولاقوة الّا بالله العلى العظيم ايضا على الكلمات الاربع)

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর (রাযিঃ)কে হাবশায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলেন এবং কপালে চুম্বন করিলেন। অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব, একটি সুসংবাদ শুনাইব, একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব? হযরত জাফর (রাযিঃ) বলিলেন, অবশ্যই দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, চার রাকাত নামায পড়। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বলিলেন। এই হাদীসে উক্ত চার কালেমার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম'ও পড়ার কথা আসিয়াছে। (হাকেম)

(۴) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَهَبُ لَكَ اَلَا اُعْطِيْكَ اَلَا اَمْنَحُكَ فَظَنَنْتُ اَنَّهٗ يُعْطِيْنِيْ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا لَمْ يُعْطِهٖ اَحَدًا مِّنْ قَبْلِيْ قَالَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں مجھ سے حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطیہ دوں، ایک چیز عطا کروں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی (اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں) پھر آپ نے چار رکعت نماز سکھائی جو اوپر گذری اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب التحیات کے لئے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو پھر التحیات پڑھنا۔

(فذكر الحديث وفي آخره غير انك اذا جلست للتشهد قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد الحديث اخرجه الدارقطني في الافراد وابونعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب كذا في اتحاف السادة شرح الاحياء)

(৪) হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাকে একটি বখশিশ দিব, একটি উপহার দিব, একটি জিনিস দান করিব? হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে করিলাম, দুনিয়ার এমন কোন জিনিস তিনি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। (এই কারণেই এই ধরনের শব্দসমূহ বখশিশ উপহার ইত্যাদি বারবার বলিতেছেন) অতঃপর তিনি আমাকে চার রাকাত নামায শিখাইলেন, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই কথাও বলিয়াছেন যে, যখন আত্তাহিয়্যাতু'র জন্য বস তখন প্রথমে এই তসবীহগুলি পড়িয়া নিবে পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। (শরহে এহয়া ঃ দারা কুতনী, আবু নুআইম)

(٥) قال الترمذی وقد روی ابن المبارکؒ وغیر واحد من اهل العلم صلوٰة التسبیح وذکروا الفضل فیه حدثنا احمد بن عبدة نا ابو وهب سألت عبد الله بن المبارکؒ عن الصلوٰة التی یسبح فیها قال یکبر ثم یقول سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ ثم یقول خمس عشرة مرة سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثم یتعوذ ویقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وفاتحة الکتاب وسورة ثم یقول عشر مرات سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثم یرکع فیقولها عشرا ثم یرفع رأسه فیقولها عشرا ثم یسجد فیقولها عشرا ثم یرفع رأسه فیقولها عشرا ثم یسجد

حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ پڑھنے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ شریف پڑھنے سے پہلے پندرہ دفعہ ان کلموں کو پڑھے پھر اَعُوْذُ اور بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر اَلْحَمْدُ شریف اور پھر کوئی سورت پڑھے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھے پھر رکوع میں دس مرتبہ پھر رکوع سے اٹھ کر، پھر دونوں سجدوں میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دس دس مرتبہ پڑھے یہ پچھتر پوری ہوگئی (لہذا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی) رکوع میں پہلے سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ اور سجدہ میں پہلے سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی پڑھے۔ پھر ان کلموں کو پڑھے (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی

الثانیة فیقولها عشرا یصلی اربع رکعات علی هذا فذلك خمس وسبعون تسبیحة فی کل رکعة ثم قال قال ابو وهب اخبرنی عبد العزیز عن عبد الله انه قال یبدأ فی الرکوع سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وفی السجدة سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی ثلثا ثم یسبح التسبیحات قال عبد العزیز قلت لعبد الله بن المبارکؒ ان سها فیها یسبح فی سجدتی السهو عشرا عشرا قال لا انما هی ثلث مائة تسبیحة اه مختصرا قلت وهکذا رواه الحاکم وقال رواته عن ابن المبارکؒ کلهم ثقات اثبات ولا یتهم عبد الله ان یعلمه مالم یصح عنده سنده اه وقال الغزالی فی الاحیاء بعد ماذکر حدیث ابن عباس المذکور وفی روایة اخری انه یقول فی اول الصلوٰة سبحانك اللهم ثم یسبح خمس عشرة تسبیحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة والباقی کما سبق عشرا عشرا ولا یسبح بعد السجود الاخیر وهذا هو الاحسن وهو اختیار ابن المبارکؒ اه قال الزبیدی فی الاتحاف ولفظ القوت هذه الروایة احب الوجهین الی اه قال الزبیدی ای لا یسبح فی الجلسة الاولی بین الرکعتین ولا فی جلسة التشهد شیئا کما فی القوت قال وکذلك روینا فی حدیث عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ان النبی صلی الله علیه وسلم علمه صلوٰة التسبیح فذکره اه ثم قال الزبیدی واما حدیث عبد الله بن جعفر فاخرجه الدارقطنی من وجهین عن عبد الله بن زیاد بن سمعان قال فی احدهما عن معاویة و اسمٰعیل بن عبد الله ابنی جعفر عن ابیهما وقال فی الاخری عن عون بدل اسمٰعیل عن ابیهما قال قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اعطیك فذکر الحدیث وابن سمعان ضعیف وهذه الروایة هی التی اشار الیها صاحب القوت وهی الثانیة عنده قال فیها یفتتح الصلوٰة فیکبر ثم یقول فذکر الکلمات وزاد فیها الحوقلة ولم یذکر هذا السجدة الثانیة عند القیام ان یقولها قال وهو الذی اختاره ابن المبارکؒ اه قال المنذری فی الترغیب وروی البیهقی من حدیث ابی جناب الکلبی عن ابی الجوزاء عن ابن عمرو بن العاص) فذکر الحدیث بالصفة التی رواها الترمذی عن ابن المبارکؒ ثم قال وهذا یوافق ماروینا ه عن ابن المبارکؒ ورواه قتیبة بن سعید عن یحیی بن سلیم عن

اس طریقہ سے نقل کیا گیا ہے)